মালেকা একাডেমি

গোপালগঞ্জ

পবিত্র মাহে রমজানের বন্ধ চলাকালীন পড়াশুনা প্রস্তুতি

স্থাপিত ঃ ২০০৬খ্রিঃ

মালেকা একাডেমি
গোপালগঞ্জ
শ্রেণি - ৪র্থ
বিষয় - বাংলা

#১। শব্দর্থ ঃ-
অভ্যাস - প্রতিনিয়ত আচারণজাত,স্বভাব
চঞ্চল - অস্থির
সতর্ক - সাবধান
খাবলে খাওয়া - খাবলা মানে হাতের থাবা পরিমাণ
টয়লেট - শৌচাগার
ভাগিনা - বোনের ছেলে
জীবাণু - প্রাণ বিশিষ্ট অতি ক্ষুদ্র কণা
চেটে পুটে - চাটা মানে জিহ্বা দিয়ে লেহন করা
অসুখ-বিসুখ - রোগ-ব্যাধি
সর্দি - অধিক ঠাণ্ডাজনিত সমস্যায় সৃষ্ট রোগ
ধোয়া - ধৌত করা
পরিষ্কার - পরিচ্ছন্ন,ময়লামুক্ত
#২। সমার্থক শব্দ ঃ
খুশি - আনন্দ,উৎফুল্ল
মা - মাতা, জননী
গা - অঙ্গ, তনু
দিন - দিবস,দিবা
শরীর - তনু, দেহ
বুবু - বোন, ভগ্নি
পানি - নীর,জল
ছেলে - পুত্র, তনয়
অভ্যাস - সতর্ক
#৩। বিপরীত শব্দ ঃ
সময় - অসময়
চঞ্চল - শান্ত
সুগন্ধ - দুর্গন্ধ
প্রিয় - অপ্রিয়
হাত - পা
হিসাব - বেহিসাব
সোজা - বাকা
বকা - আদর
পরিস্কার - নোংরা
আদর - অনাদর
সুস্থ - অসুস্থ
অভ্যাস - অনাভ্যাস
#৪। এককথায় প্রকাশ ঃ-
প্রাণ বিশিষ্ট অতি ক্ষুদ্র কণা - জীবাণু
খাবলা মানে হাতের থাবা পরিমাণ - খাবলে খাওয়া
প্রতি নিয়ত আচরণ জাত - অভ্যাস
চাটা মানে জিহ্বা দিয়ে লেহন করা - চেটেপুটে
সুন্দর গন্ধ এমন - সুগন্ধ
অশান্ত যে - চঞ্চল

#৫। যুক্তবর্ণ

বিষয় - বাংলা

ঞ্চ - ঞ + চ }শব্দ গঠন এবং বাক্য তৈরি নিজেরা করবে
ঞ্জ - ঞ + জ
ক্ষ - ক্ + ষ
ম্ভ - ম + ভ

#৬। বিরাম চিহ্নের ব্যবহার ঃ
কী যে মজা মামা অন্তুর কথা শেষ না হতেই মামা ওর হাতটি সরিয়ে দেয় খাবার থেকে বলেন অন্তু এভাবে কেউ খায় নাকি
উত্তর ঃ মূল বই থেকে পড়তে হবে,
মূল বই থেকে বিরাম চিহ্ন আরো বেশি পড়তে হবে। এইটা নমুনা মাত্র।

#৭। ক্রিয়াপদের কালের রূপ লেখ।
দেখেছি - (অতীত) দেখছিলাম
দেখতে এসেছেন - (ভবিষ্যৎ) দেখতে যাবেন
দেখলাম - (বর্তমান) দেখি
জানিয়েছে - (অতীত) জানিয়েছিল
দিলেন - (ভবিষ্যৎ) দিবেন
যায় - (অতীত) গিয়েছিল,গেল

#৮। (ক) অন্তু মামার কাছ থেকে কী সম্পর্কে জেনেছিল?
উত্তর ঃ অন্তু মামার কাছ থেকে হাত ধোয়া সম্পর্কে জেনেছিল।
(খ) কেন অন্তুর এটা-সেটা অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকত?
উত্তর ঃ অন্তু ঠিকমতো হাত ধুত না, নখ পরিষ্কার রাখত না, নাক মুছতো যেনতেন করে। তাই তার অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকত।
(গ) সব সময় হাত পরিষ্কার না রাখলে কী হয়?
উত্তর ঃ সব সময় হাত পরিষ্কার না রাখলে পেটের রোগ ও সর্দি-জ্বর হয়।
(ঘ)হাত ধুয়ে পরিষ্কার রাখার সঙ্গে আর কী করতে হয়?
উত্তর ঃ হাত ধুয়ে পরিষ্কার রাখার সঙ্গে নখ পরিষ্কার রাখতে হয়। এছাড়া সময়মতো নখ কাটতে হয়।
(ঙ) হাত পরিষ্কার দেখালে ও হাতের মধ্যে জীবাণু কেমন করে থাকে ?
উত্তর ঃ আমরা হাত দিয়ে অনেক কিছু ধরি, অনেকের সাথে হাত মেলাই, টয়লেট করার পর সাবান দিয়ে হাত না ধুলে হাতে জীবাণু থাকে।
এভাবে হাত পরিষ্কার দেখালেও হাতের মধ্যে জীবাণু থাকে।
(চ) কী অভ্যাস করলে অসুখ-বিসুখ অনেক কমে যায়?
উত্তর ঃ দিনে কয়েকবার,বিশেষ করে খাওয়ার আগে ও টয়লেট ব্যবহার করার পরে হাত ধোয়ার অভ্যাস করলে অসুখ-বিসুখ অনেক কমে যায় ।
(ছ) অন্তু মামাকে কী কথা দিয়েছিল ?
উত্তর ঃ অন্তু মামাকে কথা দিয়েছিল যে ,সে ঠিকমতো হাত ধোবে আর সবাইকে বলবে, সুস্থ থাকতে চাও তো হাত ধুয়ে নাও।

পাঠ্য বইয়ের অনুচ্ছেদ – পৃঃ ৫০

প্রদত্ত অনুচ্ছেদটি পড়ে ১ ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
"দ্যাখো মামা, আমার হাত তো....................পরিষ্কার দেখাচ্ছে না? অন্তু বলার চেষ্টা করে......................যদি সুস্থ থাকতে চাওতো হাত ধুয়ে নাও"
১। নিচের যে কোনো ৫টি শব্দের অর্থ লেখ।
অসুখ-বিসুখ,জীবাণু,অভ্যাস, আদর, পরিষ্কার, টয়লেট, সর্দি
উত্তর ঃ ১ দাগের শব্দার্থ দেওয়া হয়েছে ।
২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ ঃ-
ক)পরিষ্কার দেখালেও হাত আসলে পরিষ্কর নয় কেন?
উত্তর ঃ হাতে লেগে থাকা রোগজীবাণু খালি চোখে অর্থাৎ অনুবীক্ষণযন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না। আর তাই জীবাণুনাশক দ্বারা হাত না ধুলে পরিষ্কার দেখালে ও হাত আসলে পরিষ্কার নয়।
খ) আমাদের পেটের রোগ ও সর্দি-জ্বরের চারটি কারণ বর্ণনা কর।
উত্তর ঃ আমাদের পেটের রোগ ও সর্দি-জ্বরের চারটি কারণ নিচে লেখা হলো

১.আমরা সারাদিন হাত দিয়ে বিভিন্ন কাজ করি আর তখন হাত ভালো ভাবে পরিষ্কার না করলে হাতে রোগজীবাণু থাকে। সেই হাত দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করলে পেটের অসুখ ও সর্দি-জ্বর হয়।
২.হাতের নখ পরিষ্কার না করলে অসুখ-বিসুখ হয়।
৩.খাবার খাওয়ার আগে হাত না ধুলে।
৪. টয়লেটের পর সাবান দিয়ে হাত না ধুলে।
গ) রোগমুক্ত থাকতে হলে তোমরা কী কী করতে পার তা চারটি বাক্যে লেখ।
উত্তর ঃ রোগমুক্ত থাকতে আমরা যা করতে পারি তা হলো ঃ
রোগমুক্ত থাকতে আমাদেরকে অবশ্যই হাত ধুতে হবে।ভালোভাবে হাত ধুলে আমরা হনানা অসুখ-বিসুখ থেকে মুক্তি পাব। এক্ষেত্রে খাওয়ার আগে ও পরে এবং টয়লেট থেকে আসার পরে হাত ধুতে হবে। এছাড়া কোনো কাজ করালে হাতে রোগজীনাণু লাগার আশঙ্কা থাকলেও হাত ধুতে হবে।

মোদের বাংলাভাষা
সুফিয়া কামাল

#১। শব্দর্থ লেখঃ-
মিটাক - মিটিয়ে দিক, পূর্ণ করুক।
জ্ঞানী - জ্ঞানবান লোক,যাঁর অনেক জ্ঞান।
বেদন - বেদনা, দুঃখ।
মুক্তি - স্বাধীনতা
বিজাতীয় - অন্যজাতির
রক্ত-পিছল - রক্তে যা পিছল হয়েছে।
মনীষী - শিক্ষিত জ্ঞানীগুনী বিখ্যাত মানুষ।
কামার - যে কারিগর লোহার জিনিসপত্র তৈরি করে।
কুমার - কুমোর । যারা মাটি দিয়ে হাঁড়ি, সরা ইত্যাদি তৈরি করে ।
সহ্যকরা - সওয়া মেনে নেওয়া।
চাষা - কৃষক
#২। যুক্তবর্ণ ভেঙে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ কর।
জ্ঞ - জ+ ঞ ,ক্ত - ক + ত {শব্দ গঠন এবং বাক্য গঠন নিজের মতো করো।
#৩। সমার্থক শব্দ লেখ
সরল - সহজ,সাধসিধে।
জ্ঞান - বোধ,বুদ্ধি।
মুক্তি - স্বাধীনতা,খোলা
আশা - ইচ্ছা,সাধ,কামনা।
বেদন - বেদনা,দুঃখ,ব্যাথা।
মোদের - আমাদের।
#৪। বিপরীত শব্দ লেখ ঃ
সরল - জটিল
সহ্য - অসহ্য
আশা - নিরাশা
জ্ঞান - মুর্খ
সহজ - কঠিন
মুক্তি - বন্দি
#৬। এককথায় প্রকাশ কর ।
যাঁর অনেক জ্ঞান - জ্ঞানী
শিক্ষিত জ্ঞানীগুণী বিখ্যাত মানুষ - মনীষী।
মাচ ধরেন যারা – জেলে।

রক্তে যা পিছল হয়েছে - রক্তপিছল
ভিন্ন জাতির বা দেশের - বিজাতীয়
জমিতে কাজ করেন যারা - কৃষক
#৭। ক্রিয়াপদের অতীত,বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের রূপ লেখ
যাবে - (বর্তমান) যায়
পার - (ভবিষ্যৎ)পারবে
করবে - (অতীত) করল/করেছিল
থাকত - (বর্তমান) থাকে
নেয় - (ভবিষ্যৎ) নিবে
জানে - (অতীত) জানত
#৮। নিচের কবিতাংশটুকু পড়ে ক,খ ও গ ক্রমিকের প্রশ্ন গুলোর উত্তর লেখ।
মোদের দেশের সরল...............................থাকবে বল সহ্যকরি
ক) মোদের দেশের সরল মানুষ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
উত্তর ঃ মোদের দেশের সরল মানুষ বলতে কবি এদেশের আপামর জনসাধারণকে বুঝিয়েছেন।অর্থাৎকুলি-মজুর শ্রমিক,চাষা-ভূষা সবাই সরল মানুষ।
খ) কবিতাংশটুকুর মূলভাব লেখ।
উত্তর ঃ মাতৃভাষার মনের ভাব প্রকাশ করা সর্বদাই সহজ ও যুক্তিযুক্ত। এটি আমাদের দেশের সর্বসাধারণের মনের ভাব প্রকাশের প্রধানতম মাধ্যম। বিজাতীয়দের চটকদার ভাষা শেখার পূর্বে নিজের মাতৃভাষায় কথা বলার শিক্ষা সম্পন্ন করা আবশ্যক। আমরা জম্মের পর যে ভাষায় কথা বলতে শিখি তাকে কখনোই অবহেলা করা উচিত নয়। তাইতো মাতৃভাষা সকলের এত প্রিয়।
গ) আলোচ্য কবিতাংশে “বিদেশ হতে বিজাতীয় নানান কথার ছড়াছড়ি”বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে?
উত্তর ঃ বর্তমানে কিছু মানুষ মাতৃভাষাকে অবহেলা করে বিদেশি ভাষা শিখতে বেশি আগ্রহী। কবি তাদের বুঝাতেই এমন বাক্য চয়ন করেছেন। কেননা তারা শুধু মাতৃভাষারই অবমাননা করে না, তারা নিজেদের অস্তিত্বকে ও অবমাননা করে
#৯। প্রশ্ন গুলোর উত্তর মুখে বলিও লিখি ।
ক) বাংলাদেশে “কামার কুমার জেলে চাষা”কোন ভাষাতে কথা বলেন ?
উত্তর ঃ বাংলাদেশে “কামার কুমার জেলে চাষা”বাংলা ভাষাতে কথা বলেন।
খ) কী সহ্য করতে মানা করা হচ্ছে?
উত্তর ঃ ইদানীং বাংলাভাষায় ভিনদেশি ভাষার ছড়াছড়ি লক্ষ্য করা যায়। বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দের ছড়াছড়ি সহ্য করতে মানা করা হচ্ছে।
গ) এদেশের মানুষের বেদন কী?
উত্তর ঃ এদেশের মানুষের বেদন হচ্ছে বিদেশি ভাষার অধিক ব্যবহারের কারণে তারা প্রাণের ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করতে পারে না।
ঘ)তাঁদের কোন মুক্তির কথা বলা হয়েছে ?
উত্তর ঃ তাঁদের রক্ত পিছল পথে বিজাতীয় ভাষায় কথা বলার অপমান হতে মুক্তির কথা বলা হয়েছে।
ঙ) বাংলা ভাষাকে সহজ সরল ভাষা বলা হযেছে কেন?
উত্তর ঃ আমরা বাঙালি জাতি এবং বাংলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা হওয়ার জন্য এ ভাষা নিয়ে ই আমরা আজন্ম বেড়ে উঠছি। তাই সকল বাঙালির কাছে বাংলা ভাষাকে সহজ সরল প্রাণের ভাষা বলা হযেছে ।

(মূল বইয়ের মূলভাব পড়তে হবে।)

বাওয়ালিদের গল্প

#১। শব্দার্থ লেখ ঃ
লবণাক্ত - লবণ মেশানো।
কৃষিকাজ - চাষাবাদ
সংগ্রহ করা - আহরণ করা
পরিশ্রম - খাটাখাটুনির কাজ
মাংসাশী - যে মাংস আহার করে
সমতলভূমি - তলসমান যে ভূমির
জন্মভূমি - যে ভূমি বা দেশে একজন জন্মগ্রহণ করে সে দেশ তার জন্মভূমি।

হিংস্র - প্রাণ হারক

বিষয় - বাংলা

চাষাবাদ - কৃষিকাজ
মৌমাছি - মধুসংগহকারী পোকা
আক্রমণ - হামলা
মৌচাক - যেখানে মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে রাখে
ভয়ঙ্কর - ভীতিপ্রদ
ঢাল - প্রতিরক্ষার জন্য হাতিয়ার
মধু - উপকারী মিষ্টান্ন বিশেষ
রোজ - প্রতিদিন

#২। সমার্থক শব্দ লেখাঃ

জন্মভূমি - স্বদেশ,মাতৃভূমি
সুন্দর - অভিনব,চমৎকার,অনুপম
গাছ - উদ্ভিদ,বৃক্ষ,তরু
সমুদ্র - সাগর,সিন্ধু
পানি - জল,বারি ,পানীয়
বন - অরণ্য, জঙ্গল

#৩। যুক্তবর্ণ ভেঙে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ কর।

ন্ম -ন+ম
ন্দ - ন+দ { শব্দ গঠন এবং বাক্য গঠন নিজের মতো করো।}
ম্ভ - ম+ভ
ঞ্চ ঞ+চ

#৪। বিপরীত শব্দ লেখ ঃ

সমতল - অসমতল
ঘন - পাতলা
দূর - নিকট
উপরে - নিচে
গ্রাম - শহর
কষ্ট - আনন্দ
মধু - তেতো
বন - লোকালয়
পানি - আগুন
বিপদ - নিরাপদ
সম্ভব - অসম্ভব
সাবধান -অসাবধান
রাত - দিন

#৫। এককথায় প্রকাশ কর ।

মধু সংগ্রহ করেন যে - মৌয়াল
মাংসই যার প্রধান খাদ্য - মাংসাশী
তল সমান যে ভূমির - সমতলভূমি
খাটাখাটুনির কাজ - পরিশ্রম
নোনতা স্বাদের - লবণাক্ত
নদীতে মাছ ধরেন যারা - জেলে
জমিতে কাজ করেন যারা - কৃষক

#৬। ক্রিয়াপদের অতীত,বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের রূপ লেখ।

পৌঁছাবে - (বর্তমান) পৌঁছায়
কাটান - (অতীত) কাটালেন

রাখেন - (ভবিষ্যৎ) রাখবেন
থাকবেন - (বর্তমান) থাকেন
চলছে - (অতীত) চলছিল
#৭। সঠিক জায়গায় বিরাম চিহ্ন বসাও ঃ
বাঘ মাংসাশী প্রাণী সে অন্য প্রাণী খেয়ে বাঁচে যেমন হরিণ, বুনো শুয়োর,বানর ইত্যাদি বাঘ মানুষকে ও আক্রমণ করে
উত্তর ঃ মূল বইয়ের ৫৭ নং পৃষ্ঠায় আছে। এছাড়া "বাওয়ালিদের গল্পটি" সুন্দর করে রিডিং পড়তে হবে ।

(পাঠ্য বইয়ের অনুচ্ছেদ)

প্রদত্ত অনুচ্ছেদটি পড়ে ১ ও ২ ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।
সুন্দর বনের তিন পাশে.................................বাঘই মানুষের সবচেয়ে ভয়ের বিষয়

(মূল বই থেকে পড়তে হবে)

১। নিচের যে কোনো ৫টি শব্দের অর্থ লেখ।
মৌমাছি ,সংগ্রহ, ভয়ঙ্কর, মাংসাশী, আক্রমণ, মৌচাক, ঢাল।
উত্তর ঃ ১ দাগের শব্দার্থ দেওয়া হয়েছে ।
২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ ঃ-
ক) বাঘকে মাংসাশী পশু বলা হয় কেন?
উত্তর ঃ বাঘ অন্য প্রাণীর মাংস খেয়ে জীবনধারণ করে তাই বাঘকে মাংসাশী পশু বলা হয়।
খ) মৌয়াল বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে ? মৌয়ালিদের সম্পর্কে তিনটি বাক্য লেখ।
উত্তর ঃ মৌয়াল বলতে বুঝায় মধু সংগ্রহকারী ।মৌয়ালিদের জীবিকা নির্বাহের জন্য মধু সংগ্রহ করে। সুন্দরবনের তিন পাশে গ্রাম অবস্থিত ।মৌয়ালরা সেখানকার অধিবাসি।
গ) সুন্দরবন নির্ভর দুটি পেশার নাম লেখ ।বাওয়ালীদের কাজ সম্পর্কে তিনটি বাক্য লেখ।
উত্তর ঃ সুন্দরবন নির্ভর দুটি পেশার নাম হলো মৌয়াল ও বাওয়ালি।
যারা জীবিকানির্বাহের তাগিদে বন থেকে কাঠ সংগ্রহ ও বাজারে বিক্রয় করে তাদেরকে বলে বাওয়ালি। বাওয়ালিরা রোজ গ্রাম থেকে বনে এসে কাঠ কাটে। দিনের শেষে কাঠ নিয়ে গ্রামে ফিরে যান।

Maleka Academy
Gopalganj
Class: Four
Subject: English
Class—Four/ Page: 44--75

Subject: English

Present –-past--past participle

1. Begin—began--begun
2. Rise—rose—risen
3. Fall—fell--fallen
4. Make—made-- made
5. Go—went--gone
6. Swim—swam--swum
7. Fly—flew--flown
8. Live—lived--lived
9. Run-ran-run
10. Stop-stopped-stopped
11. Read-read-read
12. Do-did-done
13. Copy-copied-copied
14. Throw-threw-thrown
15. Feel-felt-felt
16. Come-came-come
17. Write-wrote-written
18. Stand-stood-stood
19. Let-let-let
20. Know-knew-known
21. want-wanted-wanted
22. Add-added-added
23. Say-said-said
24. Teach-taught-taught
25. Choose-chose-chosen
26. Tell-told-told
27. Think-thought-thought
28. Prepare-prepared-prepared
29. Visit-visited-visited
30. Recite-recited-recited
31. Describe-described-described
32. End-ended-ended
33. Complete-completed-completed
34. Find-found-found
35. Count-counted-counted
36. Talk-talked-talked

Present –-past--past participle

41. Play-played-played
42. Name-named-named
43. Change-changed-changed
44. Try-tried-tried
45. Study-studied-studied
46. See-saw-seen
47. Sit-sat-sat
48. Stay-stayed-stayed
49. Are-were-been
50. Am/is-was-been
51. Cry-cried-cried
52. Clean-cleaned-cleaned
53. Shine-shone-shone
54. Jump-jumped-jumped
54. Eat-ate-eaten
55. Draw-drew-drawn
56. Leave-left-left
57. Travel-travelled-travelled
58. Paint-painted-painted
59. Exhibit-exhibited-exhibited
60. Like-liked-liked
61. Love-loved-loved
62. Die-died-died
63. Set-set-set
64. Become-became-become
65. Check-checked-checked
66. Catch-caught-caught
67. Learn-learned-learned
68. Take-took-taken
69. Use-used-used
70. Act-acted-acted
71. Plan-planned-planned
72. Ride-rode-ridden
73. Sing-sang-sung
74. Drink-drank-drunk
75. Watch-watched-watched

37. Cook-cooked-cooked	76. Sleep-slept-slept
38. Happen-happened-happened	77. Pairwork-pairworked-pairworked
39. Walk-walked-walked	78. Ask-asked-asked
40. Work-worked-worked	79. Start-started-started
	80. Look-looked-looked

9. Making Wh questions.
1.Sima and Jessica are in a railway station.
2.Andy says Tamal goodbye very excitedly.
3.Saikat's father's name is Mr.Rashidul Islam.
4.Saikat reads English book to improve his English.
5.Saikat and his father were watching TV.
6.Sima's favourite foods are carrots and tomatoes.
7.A bus driver drives bus.
8.A farmer grows crops.
9.Kishoreganj is 145 kilometers away from Dhaka.
10.The name of the river is Fuleshwari in the town.
11.The name of my home district is Comilla.
12.I like cricket.
13.The island is in the Bay of Bengal.
14.The hare was walking in the forest.
15.The tortoise was walking slowly.
16.The hare went to sleep.
17.People around the world celebrate birthday in different ways.
18.I don't eat chocolate regularly.
19.I like to play in the afternoon.
20.We eat to live.
Answer of the making wh quedtions -9

1. Where are Sima and Jessica?
2. How does Andy say Tamal goodbye?
3. What is Saikat's father's name?
4. What does Saikat do to improve?
5. What were Saikat and his father doing?
6. What are Sima's favourite foods?
7. What does a bus driver do?
8. What does a farmer do?
9. How far is Kishoreganj from Dhaka?
10. What is the name of the river in the town?
11. What is the name of your home districr?
12. What do you like?
13. Where is the island?
14. Where was the hare walking?
15. How was the tortoise walking?
16. Who went to sleep?
17. How do people around the word Celebrate birthday?
18. Who doesn't eat chocolate regularly?
19. What do you like to do in the afternoon?
20. Why do we eat?

10.(A) Read the procedure about how to wash your hands and answer the questions –

How to wash hands

1. Wet your hands with clean water and use soap.
2. Wash both sides of your hands and in between your fingers.
3. Remember to clean your finger nails.
4. Wash your hands throughly.
5. then dry them with a clean towel.

a. What do you need to use to wash your hands ?
b. Why do you need to wash your hands?
c. How do you wash your hands?
(B) Read the instructions about making a cup of tea. Then answer the questions.

How to make tea

1. Take some pure water in a pot.
2. Boil the water for at least 15 minutes.
3. Put some tea dusts in the water and keep boiling ffor five minutes more.
4. Filtrate it with a tea strainer.
5. Mix some sugar and milk with the filtrated water.

a. What type of water do we need to make a cup of tea?
b. Why do we take tea ?
c. How do you make a cup of tea?
Answer to the question No – 10
A)
a)To wash my hands, I need to use clean water and soap.
b)I need to wash my hands to get free from germs.
c)To wash my hands, at first, I should wet my hands with clean water and use soap. Then Ishould wash both sides of my hands and in between my fingers. After that, I also should wash my finger nails.
B)
a)To make a cup of tea we need pure water, tea-dusts, milk, suger etc
b)We take tea to get refreshment.
c)To make a cup of tea, at first I take some pure water in a pot. Then I boil the water and put some tea dusts. After that, I mix some sugar and milk with it.
11.(A) Write five sentences about the daily school activities of your considering the following points. [Write the time in numbers and period sequence in ordinal numbers in your writing]
...............What time does your school start?
...............How many classes do you attend?
.... When does each period begin?
(B)
Write five sentences about leisure activities in your class...........
.... When do you go to school library?
.... How long do you stay in the library?
.... When do you come back from the library?
.... What time does your class start again?
Fill in the gaps by writing the time so that the story make sense.
(C)
I sit to study at (a)...... and sttudy upto (b)....... . Then I take a break. I again sit to study at (c).......and study upto(d)........At (e).......I take my dinner.
(D)
I am sonia. In the evening at......, I sit and study. I study for an hour. Then at...... I take a short break for 15 minutes. I sit and study again at...... After completing my studies, I watch TV for 30 minutes from ....to........and then I take my dinner.
(E)
Samia plans to do some activities during her winter vacation. Write the date in ordinal number.First one is done for you.

Serial of day	Activities	Date
1	Washing clothes	1st December
2	Reading a story book	

3	Going to market	
16	Going to stadium	
21	visiting grandparents house	
22	visiting National zoo	

Answer to the question No – 11

A.

My school starts at 10:00 am. I attend six classes. My first period starts at 10:00 am. My second period starts at 10:45 am. After finishing my fourth period, I get tiffin break at 1:00 pm.

B.

I go to school library at 12:00pm. I stay in the library for an hour. Then I take my lunch at 1:15pm. My class again starts at 11:45pm. My school breaks up 4:00 pm.

(C)

a) 6:00pm b) 7:00 pm c) 7:15 pm d) 9:00 pm e) 9:30 pm

(D)

a) 6:00pm b) 7:00 pm c) 7:15 pm d) 9:00 pm e) 9:30 pm

(E)

a)2nd December

b)3rd December

c)16th December

d)21st December

e)22nd December

মালেকা একাডেমি
গোপালগঞ্জ
শ্রেণিঃ চতুর্থ
বিষয়ঃ গণিত (দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার অংশ)

ষষ্ঠ অধ্যায়-গাণিতিক প্রতীক (সংক্ষেপে উত্তর দাও)

১. গাণিতিক প্রতীক কাকে বলে?
উত্তরঃ বিভিন্ন গাণিতিক বাক্য গঠন ও সমাধানের জন্য যে প্রতীকগুলো ব্যবহার করা হয় তাদেরকে গাণিতিক প্রতীক বলে।
২. খোলা বাক্য কাকে বলে?
উত্তরঃ অজানা সংখ্যা বা রাশি নির্দেশ করে এমন প্রতীক সংবলিত গাণিতিক বাক্যকে খোলা বাক্য বলে।
৩.গাণিতিক বাক্য কাকে বলে?
উত্তরঃ সংখ্যা,রাশি,প্রতীক বা গাণিতিক ধারণা সংবলিত এমন একটি উক্তি যা সত্য না মিথ্যা নির্ণয় করা যায় তাকে গাণিতিক বাক্য বলে।
অথবা,
যে বাক্য সত্য না মিথ্যা নির্ণয় করা যায় তাকে গাণিতিক বাক্য বলে।
৪. সংখ্যা প্রতীক কাকে বলে?
উত্তরঃ যে প্রতীকগুলো সংখ্যা লেখার জন্য ব্যবহার করা হয় তাদেরকে সংখ্যা প্রতীক বলে।
৫. সংখ্যা প্রতীক কয়টি ও কী কী?
উত্তরঃ সংখ্যা প্রতীক ১০টি। যথাঃ ০,১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯।
৬. প্রক্রিয়া প্রতীক কাকে বলে?
উত্তরঃ যে প্রতীকগুলো চারটি প্রক্রিয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় তাদেরকে প্রক্রিয়া প্রতীক বলে।
৭.সম্পর্ক প্রতীক কাকে বলে?
উত্তরঃ যে প্রতীকগুলো সংখ্যার মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝাতে ব্যবহার করা হয় তাদেরকে সম্পর্ক প্রতীক বলে।
৮. সম্পর্ক প্রতীক কয়টি ও কী কী?
উত্তরঃ সম্পর্ক প্রতীক ৬টি। যথাঃ $=$, $<$, $>$, $\neq$, $\nless$, $\ngtr$

সপ্তম অধ্যায়-গুণিতক ও গুণনীয়ক (সংক্ষেপে উত্তর দাও)

১. গুণিতক কাকে বলে?
উত্তরঃ কোনো সংখ্যাকে একটি পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে ঐ সংখ্যার গুণিতক বলে।
২.গুণনীয়ক কাকে বলে?
উত্তরঃ কোনো সংখ্যা যে সকল সংখ্যা দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য হয় সেই সংখ্যাগুলোকে ঐ সংখ্যার গুণনীয়ক বলে।
৩. লসাগু কাকে বলে?
উত্তরঃ দুই বা ততোধিক সংখ্যার সাধারণ গুণিতকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটিকে লসাগু বলে।
৪. গসাগু কাকে বলে?
উত্তরঃ দুই বা ততোধিক সংখ্যার সাধারণ গুণনীয়কগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটিকে গসাগু বলে।
৫. লসাগু এর পূর্ণরূপ লিখ।
উত্তরঃ লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক।
৬. গসাগু এর পূর্ণরূপ লিখ।
উত্তরঃ গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক।
৭. মৌলিক গুণনীয়ক কাকে বলে?
উত্তরঃ কোনো সংখ্যার গুণনীয়কগুলোর মধ্যে যে কয়টি মৌলিক সংখ্যা থাকে তাদেরকে ঐ সংখ্যার মৌলিক গুণনীয়ক বলে।
৮. সাধারণ গুণনীয়ক কাকে বলে?
উত্তরঃ কতগুলো সংখ্যার গুণনীয়কগুলোর মধ্যে যে গুণনীয়কগুলো প্রদত্ত সকল সংখ্যার মধ্যে থাকে তাদেরকে সাধারণ গুণনীয়ক বলে।

৯. গুণনীয়কের অপর নাম কী?
উত্তরঃ উৎপাদক
১০. গুণিতকের অপর নাম কী?
উত্তরঃ নামতা
১১. মৌলিক সংখ্যা কাকে বলে?
উত্তরঃ যে সকল সংখ্যার ১ এবং ঐ সংখ্যা ছাড়া আর কোনো গুণনীয়ক নেই তাদেরকে মৌলিক সংখ্যা বলে।
১২. মৌলিক সংখ্যার কয়টি গুণনীয়ক থাকে?
উত্তরঃ মৌলিক সংখ্যার ২টি গুণনীয়ক থাকে।
১৩. যৌগিক সংখ্যা কাকে বলে?
উত্তরঃ যে সকল সংখ্যার ১ এবং ঐ সংখ্যা ছাড়া কমপক্ষে আর ও একটি গুণনীয়ক আছে তাদেরকে যৌগিক সংখ্যা বলে।
১৪. যৌগিক সংখ্যার কমপক্ষে কয়টি গুণনীয়ক থাকে?
উত্তরঃ যৌগিক সংখ্যার কমপক্ষে ৩টি গুণনীয়ক থাকে ।
১৫. সকল সংখ্যা গঠনের মূল ভিত্তি কী?
উত্তরঃ সকল সংখ্যা গঠনের মূল ভিত্তি হলো মৌলিক সংখ্যা।
১৬.১ থেকে ১০০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা কয়টি?
উত্তরঃ ২৫ টি।
১৭. ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাগুলো লিখ।
১৮. উত্তরঃ ২,৩,৫,৭,১১,১৩,১৭,১৯,২৩,২৯,৩১,৩৭,৪১,৪৩,৪৭,৫৩,৫৯,৬১,৬৭,৭১,৭৩,৭৯,৮৩,৮৯,৯৭
১৯. ২ দ্বারা বিভাজ্যতা বলতে কী বোঝ?
উত্তরঃ কোনো সখ্যার একক স্থানের অংকটি ০,২,৪,৬ বা ৮ হলে ঐ সংখ্যাটি ২ দ্বারা বিভাজ্য হবে।
২০. ৩ দ্বারা বিভাজ্যতা বলতে কী বোঝ?
উত্তরঃ কোনো সখ্যার অংকগুলোর যোগফল ৩ দ্বারা বিভাজ্য হলে ঐ সংখ্যাটি ৩ দ্বারা বিভাজ্য হবে।
২১. ৫ দ্বারা বিভাজ্যতা বলতে কী বোঝ?
উত্তরঃ কোনো সখ্যার একক স্থানের অংকটি ০ বা ৫ হলে ঐ সংখ্যাটি ৫ দ্বারা বিভাজ্য হবে।
২২. ৯ দ্বারা বিভাজ্যতা বলতে কী বোঝ?
উত্তরঃ কোনো সখ্যার অংকগুলোর যোগফল ৯ দ্বারা বিভাজ্য হলে ঐ সংখ্যাটি ৯ দ্বারা বিভাজ্য হবে।

অষ্টম অধ্যায়- সাধারণ ভগ্নাংশ (সংক্ষেপে উত্তর দাও)

১. ভগ্নাংশ কাকে বলে?
উত্তরঃ কোনো বস্তুকে কতগুলো সমানভাগে ভাগ করা হলে ঐ ভাগ করা প্রত্যেক অংশকে ভগ্নাংশ বলে।
২. ভগ্নাংশ কত প্রকার ও কী কী?
উত্তরঃ ভগ্নাংশ ২ প্রকার। যথাঃ ১. সাধারণ ভগ্নাংশ ২. দশমিক ভগ্নাংশ
৩. সাধারণ ভগ্নাংশ কাকে বলে?
উত্তরঃ যে ভগ্নাংশের লব ও হর থাকে তাকে সাধারণ ভাগ্নাংশ বলে।
৪. দশমিক ভগ্নাংশ কাকে বলে?
উত্তরঃ যে সব ভগ্নাংশের হর ১০ এর গুণন্তোর গুণিতক অর্থাৎ ১০, ১০০, ১০০০, ১০০০০ ইত্যাদি থাকে এবং যাদেরকে দশমিক বিন্দু দিয়ে লিখা হয় তাদেরকে দশমিক ভগ্নাংশ বলে।
৫. ভগ্নাংশের উপরের সংখ্যা এবং নিচের সংখ্যাকে কী বলে?
উত্তরঃ ভগ্নাংশের উপরের সংখ্যকে লব এবং নিচের সংখ্যাকে হর বলে।
৬. সাধারণ ভগ্নাংশকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে ও কী কী?
উত্তরঃ সাধারণ ভগ্নাংশকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।
যথাঃ ১. প্রকৃত ভগ্নাংশ, ২. অপ্রকৃত ভগ্নাংশ এবং ৩. মিশ্র ভগ্নাংশ
৭. প্রকৃত ভগ্নাংশ কাকে বলে?
উত্তরঃ যে ভগ্নাংশের লব থেকে হর বড় হয় তাকে প্রকৃত ভগ্নাংশ বলে। যেমনঃ- $\frac{২}{৫}, \frac{৩}{৭}$ ইত্যাদি

৮. অপ্রকৃত ভগ্নাংশ কাকে বলে?

উত্তরঃ যে ভগ্নাংশের লব থেকে হর ছোট হয় তাকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ বলে। যেমনঃ- $\frac{৫}{২}$, $\frac{৭}{৩}$

৯. মিশ্র ভগ্নাংশ কাকে বলে?

উত্তরঃ একটি প্রকৃত ভগ্নাংশের সাথে একটি পূর্ণ সংখ্যা যুক্ত হয়ে যে ভগ্নাংশ গঠিত হয় তাকে মিশ্র ভগ্নাংশ বলে। যেমনঃ- $৩\frac{২}{৫}$, $২\frac{৩}{৭}$

১০. মিশ্র ভগ্নাংশের পূর্ণ সংখ্যাকে কী বলে?
উত্তরঃ মিশ্র ভগ্নাংশের পূর্ণ সংখ্যাকে সমস্ত বলে।
১১. প্রকৃত ভগ্নাংশ এবং অপ্রকৃত ভগ্নাশের মধ্যে কোনটির মান বড় হয়?
উত্তরঃ অপ্রকৃত ভগ্নাশের মান বড় হয়।
১২. কোনো ভগ্নাংশ × ঐ ভগ্নাংশের বিপরীত ভগ্নাংশ সমান কত?
উত্তরঃ ১।
১৩. মিশ্র ভগ্নাংশ কে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে রূপান্তর করার নিয়ম টি লিখ।

উত্তরঃ মিশ্র ভগ্নাংশ = $\frac{\text{পূর্ণ সংখ্যা} \times \text{হর} + \text{লব}}{\text{হর}}$ = অপ্রকৃত ভগ্নাংশ

ষষ্ঠ অধ্যায় - গাণিতিক প্রতীক (সৃজনশীল)

১। একটি সংখ্যার সাথে ১৫ গুণ করলে গুণফল ২৭০ হয়।

(ক) গাণিতিক প্রতীক কাকে বলে?
(খ) উদ্দিপকটিকে গাণিতিক বাক্যে প্রকাশ কর।
(গ) অজানা সংখ্যাটি নির্ণয় কর।
(ঘ) 'গ' হতে প্রাপ্ত সংখ্যাটির ১২গুণ থেকে ১০৫ বিয়োগ করলে, বিয়োগফল কত হবে?

১নং সমস্যার সমাধানঃ

(ক) বিভিন্ন গাণিতিক বাক্য গঠন ও সমাধানের জন্য যে প্রতীকগুলো ব্যবহার করা হয় তাদেরকে গাণিতিক প্রতীক বলে।
(খ) ধরি,
অজানা সংখ্যাটি 'ক'
∴ গাণিতিক বাক্যটি হলোঃ ক×১৫ = ২৭০

(গ) 'খ' হতে পাই,
গাণিতিক বাক্যটি হলোঃ ক×১৫ = ২৭০
বা, ক = ২৭০÷১৫
বা, ক = ১৮
∴ অজানা সংখ্যাটি ১৮।

(ঘ) 'গ' হতে প্রাপ্ত সংখ্যাটি হলো ১৮।
∴ ১৮ এর ১২ গুণ = ১৮×১২
= ২১৬
∴ ১৮ এর ১২গুণ থেকে ১০৫ বিয়োগ করলে হবে (২১৬-১০৫)
= ১১১

২। ৩×৬+৪×২ = ৩×(৬+৪) ×২

(ক) গাণিতিক বাক্য কাকে বলে?

(খ) উদ্দিপকটির প্রথম অংশের মান নির্ণয় কর।

(গ) গাণিতিক বাক্যটি সঠিক না ভুল তা যাচাই কর।

২নং সমস্যার সমাধানঃ

(ক) সংখ্যা,রাশি,প্রতীক বা গাণিতিক ধারণা সংবলিত এমন একটি উক্তি যা সত্য না মিথ্যা নির্ণয় করা যায় তাকে গাণিতিক বাক্য বলে।

অথবা,

যে বাক্য সত্য না মিথ্যা তা নির্ণয় করা যায় তাকে গাণিতিক বাক্য বলে।

(খ) উদ্দিপকটির প্রথম অংশ = ৩×৬+৪×২

= ১৮+৪×২

= ১৮+৮

= ২৬

∴ উদ্দিপকটির প্রথম অংশের মান ২৬

(গ) 'খ' হতে পাই,

উদ্দিপকটির প্রথম অংশ বা বামপক্ষের মান ২৬

উদ্দিপকটির ডানপক্ষ = ৩×(৬+৪) ×২

= ৩ × ১০ ×২

= ৩০ ×২

= ৬০

∵ ২৬ ≠ ৬০

∴ ৩×৬+৪×২ = ৩×(৬+৪) ×২ , গাণিতিক বাক্যটি ভুল।

৩। একটি সংখ্যাকে ১১ দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল ২৫ এবং ভাগশেষ ৯ হয়।

(ক) খোলা বাক্য কাকে বলে?

(খ) সংখ্যাটি নির্ণয় কর।

(গ) নির্ণেয় সংখ্যাটিকে একটি সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে গুণফল ৩৪০৮ হয়, সংখ্যাটি কত?

৩নং সমস্যার সমাধানঃ

(ক) অজানা সংখ্যা বা রাশি নির্দেশ করে এমন প্রতীক সংবলিত গাণিতিক বাক্যকে খোলা বাক্য বলে।

অথবা,

যে বাক্য সত্য না মিথ্যা তা নির্ণয় করা যায় না তাকে খোলা বাক্য বলে।

(খ) এখানে,

ভাজক = ১১

ভাগফল = ২৫

ভাগশেষ = ৯

ভাজ্য = ?

ভাজ্য = (ভাজক×ভাগফল) + ভাগশেষ

∴ ভাজ্য = (১১×২৫) + ৯
= ২৭৫ +৯
= ২৮৪

∴ সংখ্যাটি হলো ২৮৪।

(গ) ' খ' হতে পাই,
নির্ণেয় সংখ্যাটি ২৮৪
ধরি,
অজানা সংখ্যাটি 'ক'
প্রশ্নমতে,
২৮৪ × ক = ৩৪০৮
বা, ক = ৩৪০৮ ÷ ২৮৪
বা, ক = ১২

∴ সংখ্যাটি হলো ১২।

৪। তিন বন্ধুর কাছে যথাক্রমে ২৫ ,৫০ ও ৩৫ টি আম আছে। তার মধ্যে দ্বিতীয় বন্ধুর কিছু আম নষ্ট এবং তার কাছে ভালো আম আছে ৩৮টি।
(ক) দ্বিতীয় বন্ধুর নষ্ট আম এর সংখ্যাকে 'ক' ধরে একটি গাণিতিক বাক্য গঠন কর।
(খ) দ্বিতীয় বন্ধুর নষ্ট আমের সংখ্যা নির্ণয় কর।
(গ) তাদের কাছে যতগুলো ভালো আম আছে তা থেকে মনিকে কিছু আম দেওয়ায় অবশিষ্ট ৯০ টি আম রইল, মনিকে কতটি আম দেওয়া হয়েছিল?

<u>৪নং সমস্যার সমাধানঃ</u>

(ক) ধরি,
দ্বিতীয় বন্ধুর নষ্ট আমের সংখ্যা 'ক'
∴ গাণিতিক বাক্যটি হলোঃ ৫০-ক = ৩৮

(খ) 'ক' হতে পাই,
গাণিতিক বাক্যটি হলোঃ ৫০-ক = ৩৮
বা, ৫০-৩৮ = ক
বা, ১২ = ক
বা, ক = ১২
∴ দ্বিতীয় বন্ধুর নষ্ট আমের সংখ্যা ১২টি।

(গ) দ্বিতীয় বন্ধুর ভালো আম আছে ৩৮টি
∴ তিন বন্ধুর মোট ভালো আম আছে (২৫+৩৮+৩৫) টি
= ৯৮ টি
ধরি,
মনিকে আম দেওয়া হলো 'ক' টি
প্রশ্নমতে,
৯৮-ক = ৯০
বা, ৯৮-৯০ = ক
বা, ৮ = ক
বা, ক = ৮

∴ মনিকে আম দেওয়া হলো ৮টি।

সপ্তম অধ্যায় - গুণিতক ও গুণনীয়ক (সৃজনশীল)

১। ১২, ৩৬ ও ৬০ তিনটি সংখ্যা।
(ক) গুণিকত কাকে বলে?
(খ) দ্বিতীয় সংখ্যাটির গুণনীয়কগুলো লিখ।
(গ) ১ম ও ২য় সংখ্যাটির সাধারণ গুণনীয়কগুলো লিখ।
(ঘ) সংখ্যাগুলোর গসাগু নির্ণয় কর।

১নং সমস্যার সমাধানঃ

(ক) কোনো সংখ্যাকে একটি পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে ঐ সংখ্যার গুণিতক বলে।

(খ) দ্বিতীয় সংখ্যাটি হলো ৩৬
∴ ৩৬ এর গুণনীয়কগুলো হলো ঃ ১,২,৩,৪,৬,৯,১২,১৮,৩৬

(গ) ১ম সংখ্যাটি হলো ১২
∴ ১২ এর গুণনীয়কগুলো হলো ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৬, ১২
'খ' হতে পাই,
২য় সংখ্যাটির গুণনীয়কগুলো হলোঃ ১,২,৩,৪,৬, ৯,১২,১৮,৩৬
∴১ম ও ২য় সংখ্যাটির সাধারণ গুণনীয়কগুলোঃ ১,২,৩,৪,৬,১২

(ঘ) সংখ্যাগুলোর গসাগু নির্ণয় করা হলোঃ

২ | ১২, ৩৬, ৬০
২ | ৬, ১৮, ৩০
৩ | ৩, ৯, ১৫
১,৩,৫

∴১২, ৩৬, ৬০ এর গ.সা.গু = ২ × ২× ৩
= ১২

২। তোমার গণিত শিক্ষক বোর্ডে ১৬,২৪,১৫ ও ২৮ চারটি সংখ্যা লিখলেন।
(ক) ৩য় সংখ্যাটির প্রথম ৫টি গুণিতক লিখ।
(খ) লসাগু কাকে বলে?
(গ) সংখ্যাগুলোর লসাগু নির্ণয় কর।

২নং সমস্যার সমাধানঃ

ক) ৩য় সংখ্যাটি হলো ১৫
∴ ১৫ এর প্রথম ৫টি গুণিতক হলোঃ ১৫,৩০,৪৫,৬০,৭৫।

(খ) দুই বা ততোধিক সংখ্যার সাধারণ গুণিতকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটিকে লসাগু বলে।

(গ) সংখ্যাগুলোর লসাগু নির্ণয় করা হলোঃ

২ | ১৬, ২৪, ১৫, ২৮
২ | ৮, ১২, ১৫, ১৪
২ | ৪, ৬, ১৫, ৭
৩ | ২, ৩, ১৫, ৭
২, ১, ৫, ৭

∴ ১৬,২৪,১৫ ও ২৮ এর লসাগু হলোঃ ২ × ২ × ২ × ৩ × ২ × ৫ ×৭ = ১৬৮০।

৩। তোমার গণিত শিক্ষক ১৫টি কলা, ১৮টি কমলা এবং ৩০টি লিচু কিছু সংখ্যক শিশুর মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিতে চান।
(ক) গুণনীয়ক কাকে বলে?
(খ) সর্বাধিক কতজন শিশুর মধ্যে ফলগুলো ভাগ করে দিতে পারবেন?
(গ) প্রত্যেক শিশু কতটি করে কলা, কমলা ও লিচু পাবে?

৩নং সমস্যার সমাধানঃ

(ক) কোনো সংখ্যা যে সকল সংখ্যা দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য হয় সেই সংখ্যাগুলোকে ঐ সংখ্যার গুণনীয়ক বলে।

(খ) ১৫,১৮ ও ৩০ এর গসাগুই হবে সর্বাধিক শিশুর সংখ্যা।

৩ | ১৫, ১৮, ৩০
  | ৫, ৬, ১০

∴ ১৫,১৮ ও ৩০ এর গসাগু হলোঃ ৩
∴ সর্বাধিক ৩ জন শিশুর মধ্যে ফলগুলো ভাগ করে দিতে পারবেন ।

(গ) 'খ' হতে পাই,
সর্বাধিক শিশুর সংখ্যা ৩ জন
∴ প্রত্যেক শিশু কলা পাবে (১৫ ÷ ৩)টি
= ৫ টি

প্রত্যেক শিশু কমলা পাবে (১৮ ÷ ৩)টি
= ৬ টি
এবং
প্রত্যেক শিশু লিচু পাবে (৩০ ÷ ৩)টি
= ১০ টি

৪। ৩৬ সেমি লম্বা এবং ২৪ সেমি চওড়া একটি কাগজ আছে।
(ক) গসাগু কাকে বলে?
(খ) কাগজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
(গ) তুমি বর্গাকৃতির কাগজ দিয়ে ঐ কাগজের পৃষ্ঠাটি ঢাকতে চাও। সম্ভাব্য সবচেয়ে বড় কাগজের বর্গটির বাহুর দৈর্ঘ্য কত হবে?

৪নং সমস্যার সমাধানঃ

(ক) দুই বা ততোধিক সংখ্যার সাধারণ গুণনীয়কগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটিকে গসাগু বলে।

(খ) আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = (দৈর্ঘ্য ×প্রস্থ) বর্গ একক
∴ কাগজটির ক্ষেত্রফল = (৩৬×২৪) বর্গ সেমি
= ৮৬৪ বর্গ সেমি

(গ) ৩৬ ও ২৪ এর গসাগুই হবে সম্ভাব্য সবচেয়ে বড় কাগজের বর্গটির বাহুর দৈর্ঘ্য।

২ | ৩৬, ২৪
২ | ১৮, ১২
৩ | ৯, ৬
  | ৩, ২

∴ ৩৬ ও ২৪ গসাগু হলো ২×২×৩=১২।

∴ সম্ভাব্য সবচেয়ে বড় কাগজের বর্গটির বাহুর দৈর্ঘ্য হবে ১২ সেমি।

৫। তুমি ৪২ টি কলম, ৮৪ টি পেনসিল ও ১০৫ টি খাতা কোনো অবশিষ্ট না রেখে কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থীর মধ্যে সমানভাগে ভাগ করে দিতে চাও।

(ক) গসাগু ও লসাগু এর পূর্ণরূপ লিখ।

(খ) সর্বাধিক কত জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ফলগুলো সমানভাগে ভাগ করে দিতে পারবে?

(গ) প্রত্যেক শিক্ষার্থী কতটি করে কলম, পেনসিল ও খাতা পাবে?

<u>৫নং সমস্যার সমাধানঃ</u>

ক) গসাগু এর পূর্ণরূপ হলোঃ গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক এবং লসাগু এর পূর্ণরূপ হলোঃ লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক।

(খ) ৪২,৮৪ এবং ১০৫ এর গসাগুই হবে সর্বাধিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা

৩ | ৪২, ৮৪, ১০৫
৭ | ১৪, ২৮, ৩৫
  | ২, ৪, ৫

∴ ৪২,৮৪ ও ১০৫ এর গসাগু হলো ৩×৭ = ২১

∴ সর্বাধিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২১ জন।

(গ) 'খ' হতে পাই,

সর্বাধিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২১ জন

∴ প্রত্যেক শিক্ষার্থী কলম পাবে (৪২÷২১)টি
= ২টি

প্রত্যেক শিক্ষার্থী পেনসিল পাবে (৮৪÷২১)টি
= ৪টি

এবং

প্রত্যেক শিক্ষার্থী খাতা পাবে (১০৫÷২১)টি
= ৫টি

৬। তিনটি ঘণ্টা আছে ।১ম ঘণ্টাটি ১৮মিনিট পরপর, দ্বিতীয় ঘণ্টাটি ১৫ মিনিট পরপর এবং তৃতীয় ঘণ্টাটি ১২মিনিট পরপর বাজে।

(ক) দ্বিতীয় ঘণ্টাটি বাজার সময়ের মৌলিক উৎপাদক কয়টি ও কী কী?

(খ) ঘণ্টা তিনটি বাজার সময়ের গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক নির্ণয় কর।

(গ) ঘণ্টা তিনটি সন্ধ্যা ৬টায় একত্রে বাজলে, পরবর্তীতে কখন একসাথে বাজবে?

<u>৬নং সমস্যার সমাধানঃ</u>

(ক) দ্বিতীয় ঘণ্টাটি বাজে ১৫মিনিট পরপর

১৫ এর উৎপাদকগুলো হলোঃ ১,৩,৫ ও ১৫

∴ ১৫ এর মৌলিক উৎপাদক হলো ২ টি। যথাঃ ৩ ও ৫।

(খ) ঘণ্টা তিনটি বাজার সয়ম যথাক্রমে ১৮,১৫ ও ১২

৩ | ১৮, ১৫, ১২
  | ৬, ৫, ৪

∴ ১৮,১৫ ও ১২ এর গসাগু হলো ৩।

(গ) ১৮,১৫ ও ১২ এর লসাগু যত হবে ততো সময় পর ঘণ্টা তিনটি একসাথে বাজবে।

```
২ | ১৮ , ১৫ , ১২
  ---------------
 ৩ | ৯ , ১৫ , ৬
   ---------------
     ৩ , ৫ , ২
```

∴ ১৮,১৫ ও ১২ এর লসাগু হলো = ২×৩×৩×৫×২
= ১৮০

১৮০মিনিট = (১৮০÷৬০)ঘণ্টা (∵৬০ মিনিট = ১ ঘণ্টা)
= ৩ ঘণ্টা

∴ ৩ঘণ্টা পর ঘণ্টা তিনটি একত্রে বাজবে।

∵ ঘণ্টা তিনটি সন্ধ্যা ৬টায় একত্রে বাজে
∴ পরবর্তীতে একসাথে বাজবে রাত (৬+৩)টায়
= ৯ টায়

অষ্টম অধ্যায় সাধারণ ভগ্নাংশ (সৃজনশীল)

১। একটি বোতলে $\frac{১}{২}$ লিটার এবং অপর একটি বোতলে $\frac{১}{৩}$ লিটার পানি আছে।

(ক) ভগ্নাংশ কাকে বলে?

(খ) $\frac{১}{২}$ এর ৫টি সমতুল ভগ্নাংশ লিখ।

(গ) বোতল দুইটিতে একত্রে কত লিটার পানি আছে?

(ঘ) বোতল দুইটির পানির পরিমাণের পার্থক্য নির্ণয় কর।

১নং সমস্যার সমাধানঃ

ক) কোনো বস্তুকে কতগুলো সমানভাগে ভাগ করা হলে ঐ ভাগ করা প্রত্যেক অংশকে ভগ্নাংশ বলে।

(খ) $\frac{১}{২}$ এর ৫টি সমতুল ভগ্নাংশ হলোঃ $\frac{২}{৪}, \frac{৩}{৬}, \frac{৪}{৮}, \frac{৫}{১০}$ ও $\frac{৬}{১২}$

(গ) বোতল দুইটিতে একত্রে পানি আছে $(\frac{১}{২}+\frac{১}{৩})$লিটার

$= (\frac{৩+২}{৬})$ লিটার

$= \frac{৫}{৬}$ লিটার

(ঘ) বোতল দুইটির পানির পরিমাণের পার্থক্য হলো $(\frac{১}{২}-\frac{১}{৩})$ লিটার

$= (\frac{৩-২}{৬})$ লিটার

$= \frac{১}{৬}$ লিটার

২। $\frac{১}{১৮}$, $\frac{২}{৯}$ ও $\frac{৫}{৬}$ তিনটি ভগ্নাংশ।

(ক) অপ্রকৃত ভগ্নাংশ কাকে বলে?
(খ) প্রথম ভগ্নাংশটি কোন ধরণের ভগ্নাংশ? এবং ঐরূপ ৫টি ভগ্নাংশ লিখ।
(গ) ভগ্নাংশ তিনটির সমষ্টি নির্ণয় কর।

২নং সমস্যার সমাধানঃ

(ক) যে ভগ্নাংশের লব থেকে হর ছোট হয় তাকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ বলে

(খ) প্রথম ভগ্নাংশটি হলো প্রকৃত ভগ্নাংশ এবং ঐরূপ ৫টি ভগ্নাংশ হলো $\frac{২}{৩}$, $\frac{৩}{৪}$, $\frac{৪}{৭}$, $\frac{৫}{৭}$ ও $\frac{৬}{৯}$

(গ) ভগ্নাংশ তিনটির সমষ্টি হলো $(\frac{১}{১৮}+\frac{২}{৯}+\frac{৫}{৬})$

$$=(\frac{১+৪+১৫}{১৮})$$

$$=\frac{২০}{১৮}$$

$$=\frac{১০}{৯}$$

$$=১\frac{১}{৯}$$

৩। তোমার গণিত শিক্ষক বোর্ডে $\frac{৭}{৮}$, $\frac{৩}{৪}$ ও $\frac{১১}{১২}$ তিনটি ভগ্নাংশ লিখলেন।

(ক) মিশ্র ভগ্নাংশ কাকে বলে?
(খ) প্রথম ভগ্নাংশ দুইটির পার্থক্য নির্ণয় কর।
(গ) ভগ্নাংশ তিনটিকে সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ কর।

৩নং সমস্যার সমাধানঃ

(ক) একটি প্রকৃত ভগ্নাংশের সাথে একটি পূর্ণ সংখ্যা যুক্ত হয়ে যে ভগ্নাংশ গঠিত হয় তাকে মিশ্র ভগ্নাংশ বলে।

(খ) প্রথম ভগ্নাংশ দুইটির পার্থক্য $(\frac{৭}{৮}-\frac{৩}{৪})$

$$=(\frac{৭+৬}{৮})$$

$$=\frac{১৩}{৮}$$

$$=১\frac{৫}{৮}$$

(গ) ভগ্নাংশ তিনটির হর যথাক্রমে ৮,৪,১২ এবং এদের লসাগু ২৪

২৪ ÷ ২= ১২; $\therefore \frac{৭}{৮} = \frac{৭ \times ১২}{৮ \times ১২} = \frac{৮৪}{৯৬}$

২৪ ÷ ৪ = ৬; $\therefore \frac{৩}{৪} = \frac{৩ \times ৬}{৪ \times ৬} = \frac{১৮}{২৪}$

২৪ ÷ ১২= ২; $\therefore \frac{১১}{১২} = \frac{১১ \times ২}{১২ \times ২} = \frac{২২}{২৪}$

৪। রুমির বাড়ি হাসপাতাল থেকে $\frac{৩}{৮}$ কিমি পশ্চিমে এবং সুমির বাড়ি $\frac{৫}{১২}$ কিমি পূর্বে অবস্থিত।

(ক) ভগ্নাংশের লঘিষ্ঠ আকার বলতে কী বোঝ?

(খ) রুমির বাড়ি থেকে সুমির বাড়ির দূরত্বের পার্থক্য কত?

(গ) হাসপাতাল থেকে কার বাড়ি নিকটবর্তী?

(ঘ) রুমি ও সুমির বাড়ি থেকে হাসপাতালের দূরত্বের পার্থক্য কত?

<u>৪নং সমস্যার সমাধানঃ</u>

(ক) কোনো ভগ্নাংশের লঘিষ্ঠ আকার বলতে বোঝায়, যেন ভগ্নাংশটির লব ও হরের ১ ছাড়া আর কোনো সাধারণ গুণনীয়ক বা উৎপাদক না থাকে।

(খ) রুমির বাড়ি থেকে সুমির বাড়ির দূরত্ব $(\frac{৩}{৮} + \frac{৫}{১২})$ কিমি

$= (\frac{৯ + ১০}{২৪})$ কিমি

$= \frac{১৯}{২৪}$ কিমি

(গ) ভগ্নাংশ ২টি হলো $\frac{৩}{৮}$ ও $\frac{৫}{১২}$

ভগ্নাংশ ২টির হর যথাক্রমে ৮ ও ১২ এবং এদের লসাগু হলো ২৪

২৪ ÷ ৮= ৩; $\therefore \frac{৩}{৮} = \frac{৩ \times ৩}{৮ \times ৩} = \frac{৯}{২৪}$

২৪ ÷ ১২= ২; $\therefore \frac{৫}{১২} = \frac{৫ \times ২}{১২ \times ২} = \frac{১০}{২৪}$

$\because ৯ < ১০$

$\therefore \frac{৯}{২৪} < \frac{১০}{২৪}$

অর্থাৎ

$\frac{৩}{৮} < \frac{৫}{১২}$

$\therefore$ হাসপাতাল থেকে রুমির বাড়ি নিকটবর্তী।

(ঘ) রুমি ও সুমির বাড়ি থেকে হাসপাতালের দূরত্বের পার্থক্য হলো $(\frac{৫}{১২} - \frac{৩}{৮})$কিমি

$$= (\frac{১০ - ৯}{২৪})\text{কিমি}$$

$$= \frac{১}{২৪}\text{কিমি}$$

৫। একজন কৃষক তার জমির $\frac{১}{২}$ অংশে বেগুন, $\frac{১}{৪}$ অংশে বাঁধাকপি এবং $\frac{১}{৫}$ অংশে ফুল চাষ করেন।

(ক) প্রকৃত ভগ্নাংশ কাকে বলে?
(খ) কৃষক তার জমির মোট কত অংশে চাষ করেন?
(গ) কৃষকের জমির কত অংশে চাষ করা হয়নি?

<u>৫নং সমস্যার সমাধানঃ</u>

(ক) যে ভগ্নাংশের লব থেকে হর বড় হয় তাকে প্রকৃত ভগ্নাংশ বলে।

(খ) কৃষক তার জমির মোট চাষ করেন $(\frac{১}{২} + \frac{১}{৪} + \frac{১}{৫})$ অংশে

$$= (\frac{১০ + ৫ + ৪}{২০})\text{ অংশে}$$

$$= \frac{১৯}{২০}\text{ অংশে}$$

(গ) 'খ' হতে পাই,

কৃষক তার জমির মোট চাষ করেন $\frac{১৯}{২০}$ অংশে

ধরি,
কৃষকের মোট জমি ১ অংশ

$\therefore$ কৃষকের জমির চাষ করা হয়নি $(১ - \frac{১৯}{২০})$ অংশ

$$= (\frac{২০ - ১৯}{২০})\text{ অংশ}$$

$$= \frac{১}{২০}\text{ অংশ}$$

৬। এক ব্যক্তি তার সম্পত্তির $\frac{২}{৯}$ অংশ পুত্রকে, $\frac{১}{১৮}$ অংশ কন্যাকে এবং $\frac{১}{৩}$ অংশ ছোট ভাইকে দিলেন। অবশিষ্ট অংশ গরিবদের দান করলেন।

(ক) কোনো ভগ্নাংশ গুণ $(\times)$ ঐ ভগ্নাংশের বিপরীত ভগ্নাংশ সমান কত?
(খ) তিনি পুত্র, কন্যা এবং ছোট ভাইকে মোট কত অংশ দিলেন?

(গ) তিনি গরিবদের কত অংশ দিলেন?
(ঘ) তার মোট সম্পত্তির মূল্য ৩৬০০০০ টাকা হলে, তিনি গরিবদের কত টাকা দিলেন?

৬নং সমস্যার সমাধানঃ

(ক) কোনো ভগ্নাংশ গুণ ($\times$) ঐ ভগ্নাংশের বিপরীত ভগ্নাংশ = ১।

(খ) তিনি পুত্র, কন্যা এবং ছোট ভাইকে মোট দিলেন $(\frac{২}{৯}+\frac{১}{১৮}+\frac{১}{৩})$ অংশ

$$= (\frac{৪+১+৬}{১৮}) \text{ অংশ}$$

$$= \frac{১১}{১৮} \text{ অংশ}$$

(গ) 'খ' হতে পাই,

তিনি পুত্র, কন্যা এবং ছোট ভাইকে মোট দিলেন $\frac{১১}{১৮}$ অংশ

ধরি,
তার মোট সম্পত্তি ১ অংশ

$\therefore$ তিনি গরিবদের দিলেন $(১-\frac{১১}{১৮})$ অংশ

$$= (\frac{১৮-১১}{১৮}) \text{ অংশ}$$

$$= \frac{৭}{১৮} \text{ অংশ}$$

(ঘ) 'গ' হতে পাই,

তিনি গরিবদের দিলেন $\frac{৭}{১৮}$ অংশ

তার মোট সম্পত্তির মূল্য ৩৬০০০০ টাকা

$\therefore$ তিনি গরিবদের দিলেন $(৩৬০০০০\times\frac{৭}{১৮})$ টাকা

$$= (\frac{৩৬০০০০\times৭}{১৮}) \text{ টাকা}$$

$$= (২০০০০\times৭) \text{ টাকা}$$

$$= ১৪০০০০ \text{ টাকা}$$

মালেকা একাডেমি
গোপালগঞ্জ
শ্রেণি ঃ চতুর্থ
বিষয় ঃ বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়

অধ্যায় ঃ ০৯
এলাকার উন্নয়ন

ছোট প্রশ্ন ঃ
১। গ্রামীণ অঞ্চলের দুইটি সুবিধা উল্লেখ কর।
উত্তর ঃ গ্রামীণ অঞ্চলের দুইটি সুবিধা হলো ঃ
ক) নিরাপদ খাবার-পানির জন্য নলকূপ।
খ) ময়লা ফেলার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা।
২। কীভাবে রাস্তা-ঘাট ও সেতু মেরামত করা সম্ভব?
উত্তর ঃ স্থানীয় চেয়ারম্যান এবং ওয়ার্ড মেম্বারকে জানিয়ে সকলে মিলে স্থানীয়ভাবে রাস্তা-ঘাট ও সেতু মেরামত করা সম্ভব।
৩। গ্রামাঞ্চলে যাতায়াতের জন্য কী প্রয়োজন?
উত্তর ঃ গ্রামাঞ্চলে যাতায়াতের জন্য রাস্তা-ঘাট, সেতু, বাঁশের সাঁকো অথবা কালভার্টের প্রয়োজন।
৪। গ্রামীন উন্নয়নে আমরা সবাই কী করতে পারি?
উত্তর ঃ গ্রামীণ সুবিধাগুলোর উন্নয়নে কাজ করতে পারি। যেমনঃ বাঁশের সাঁকো নির্মাণ, খাবার পানি বিশুদ্ধ করণ, খেলার মাঠ তৈরি ইত্যাদি।
৫। কোনগুলো নতুন নির্মাণ কাজ?
উত্তরঃ নতুন নির্মাণ কাজগুলো হলো-
ক) সেতু, খ) স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, গ) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ঘ) সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান
৬। কোনগুলো মেরামতের কাজ?
উত্তরঃ মেরামতের কাজগুলো হলো- ক) রাস্তা, খ) সেতু-কালভার্ট
৭। কোন কাজগুলো অনেক ব্যয়সাপেক্ষ?
উত্তরঃ অনেক ব্যয়সাপেক্ষ কাজগুলো হলো- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট, সেতু, বিদ্যুৎ সুবিধা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান।
৮। কোন কাজগুলো স্থানীয় জনগণ মিলে করতে পারো? কীভাবে?
উত্তর ঃ বাঁশের সাঁকো নির্মাণ, খাবার পানি বিশুদ্ধকরণ, খেলার মাঠ ইত্যাদি সমবায়ের ভিত্তিতে স্থানীয় জনগণ করতে পারে।
৯। তোমার গ্রামে সুযোগ-সুবিধা পর্যাপ্ত না হলে তুমি কী করবে?
উত্তরঃ আমার গ্রামে সুযোগ সুবিধা পর্যাপ্ত না হলে আমাদের সকলের উচিত তা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ওয়ার্ড মেম্বরকে জানানো। তারপর আমরা সকলে মিলে স্থানীয় পর্যায়ে গ্রামীণ সুবিধাগুলোর উন্নয়নে কাজ করা।
১০। গ্রামাঞ্চলে নিরাপদ পানির জন্য কী প্রয়োজন?
উত্তরঃ গ্রামাঞ্চলে নিরাপদ পানির জন্য গভীর নলকূপ প্রয়োজন।
১১। শহর অঞ্চলের দুইটি সুবিধা উল্লেখ কর।
উত্তরঃ শহর অঞ্চলের দুইটি সুবিধা হলো-
ক) গ্যাস ব্যবস্থা, খ) রাস্তায় বাতির ব্যবস্থা
১২। কীভাবে পানি ও গ্যাস লাইন মেরামত করা সম্ভব?
উত্তরঃ প্রথমে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার মেয়র এবং কাউন্সিলরকে জানাতে হবে। তারপর এলাকার সকলে মিলে মেরামতের কাজে অংশ নিতে হবে। তাহলেই পানি ও গ্যাস লাইন মেরামত করা সম্ভব।
১৩। তুমি শহরাঞ্চলে বাস কর। তোমার এলাকায় বিদ্যুৎ সুবিধা পর্যাপ্ত না হলে তুমি কাকে জানাবে?
উত্তরঃ আমার এলাকায় বিদ্যুৎ সুবিধা পর্যাপ্ত না হলে আমি সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার মেয়র এবং কাউন্সিলরকে জানাবো।
১৪। শহরাঞ্চলের কোন ধরনের উন্নয়নে তোমরা কাজ করতে পার?
উত্তরঃ শহরাঞ্চলে সুবিধাগুলোর উন্নয়নে আমরা কাজ করতে পারি। যেমন সেতু মেরামত করা, ময়লা নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, বৃক্ষ রোপণ, খেলার মাঠ খেলার উপযোগী রাখা ইত্যাদি।
১৫। পার্ক নির্মাণ করা হয় কেন?

উত্তরঃ পার্কে বিনোদন লাভ করা যায়। তাছাড়া যারা শহরাঞ্চলে বাস করেন। তাদের সামাজিক পরিবেশ উন্নয়নের জন্য পার্ক নির্মাণ করা হয়।

১৬। শহরে ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য কী প্রয়োজন?

উত্তরঃ শহরে ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য ডাস্টবিন প্রয়োজন।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১. আমাদের মধ্যে কেউ গ্রামে আবার কেউ .... (শহরে) বাস করে।
২. গ্রামে বসবাসকারীদের যাতায়াতের জন্য রাস্তাঘাট, সেতু অথবা .... (কালভার্ট) প্রয়োজন।
৩. গ্রামাঞ্চলের মানুষের নিরাপদ খাবার পানির জন্য .... (গভীর নলকূপ) প্রয়োজন।
৪. জলাবদ্ধতা .... (মুক্ত) রাখার জন্য নালা এবং খাবার প্রয়োজন।
৫. প্রতিটি বাড়িতে .... (স্বাস্থ্যসম্মত) পায়খানা প্রয়োজন।
৬. ফসলের ক্ষেতে .... (পানিসেচের) ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।
৭. সামাজিক পরিবেশ উন্নয়নের জন্য .... (খেলার) মাঠ প্রয়োজন।
৮. ময়লা নিষ্কাশনের জন্য .... (নালা) বা ড্রেন প্রয়োজন।
৯. যারা শহরাঞ্চলে বাস করেন তাদের সামাজিক .... (পরিবেশ) উন্নয়নের জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন।
১০. শহরে চলাচলের জন্য .... (প্রশস্ত) রাস্তা প্রয়োজন।
১১. শহরাঞ্চলে ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য .... (ডাস্টবিন) প্রয়োজন।
১২. নিরাপদ .... (খাবার) পানির জন্য নলকূপ প্রয়োজন।
১৩. সকলে মিলে শহরাঞ্চলে সুবিধাগুলোর .... (উন্নয়নে) কাজ করতে পারি।
১৪. গ্রামের মানুষের বিনোদনের জন্য .... (সাংস্কৃতিক) প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন।
১৫. এলাকার উন্নয়নে .... (সবাই) অংশগ্রহণ করব।

৩। মিল করণ ঃ

১. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল কর।

বাম পাশ	ডান পাশ
ক. ফসলের ক্ষেত্রে পানি	১. গ্যাস সুবিধা প্রয়োজন।
খ. ময়লা নিষ্কাশনের জন্য	২. সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন।
গ. রান্না করার জন্য	৩. সিনেমা হল প্রয়োজন।
ঘ. শহরে চলাচলের জন্য প্রশস্ত	৪. সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।
ঙ. গ্রামীণ মানুষের বিনোদনের জন্য	৫. ও কীটনাশক দিতে হবে।
	৬. নালা বা ড্রেন প্রয়োজন।
	৭. রাস্তা প্রয়োজন।

২. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল কর।

বাম পাশ	ডান পাশ
ক. নিরাপদ খাবার পানির জন্য প্রয়োজন	১. বাঁশের সাঁকো।
খ. পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হয়	২. ময়লা ফেলার জন্য ডাস্টবিন।
গ. নির্মাণ কাজ	৩. পুকুর।
ঘ. শহরাঞ্চলের বৈশিষ্ট্য	৪. প্রশস্ত রাস্তা।
ঙ. চলাচলের জন্য প্রয়োজন	৫. ফসলের মাঠে।
	৬. রেলপথ।
	৭. নলকূপ।

৪। বড় প্রশ্ন ঃ

১. এলাকার উন্নয়নে আমাদের ভূমিকা কী হওয়া উচিত?

উত্তর ঃ এলাকার উন্নয়নে আমাদের ভূমিকা রাখা উচিত। যেমন-

ক) এলাকার উন্নয়নের জন্য আমরা সবাই মিলে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা ওয়ার্ড মেম্বরের সাথে যোগাযোগ করব।

খ) এলাকার যাবতীয় সম্পদ আমরা যত্নের সাথে ব্যবহার করব এবং রক্ষণাবেক্ষণ করব।

গ) এলাকার রাস্তা-ঘাট, সেতু, সাঁকো ইত্যাদি তৈরির কাজ শুরু হলে আমরা তাতে অংশ নেব।
ঘ) এলাকার পরিচ্ছন্নতা কাজে আমরা অংশ নেব।
ঙ) এলাকা সুন্দর করার জন্য ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত গাছ লাগাব।
২. এলাকার কোনোকিছু মেরামত করার দায়িত্ব কার?
উত্তরঃ গ্রামীণ এলাকার কোনো কিছু মেরামত করার দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ওয়ার্ড মেম্বরের। শহর এলাকায় কোনোকিছু মেরামত করার দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার মেয়র এবং কাউন্সিলরদের। তাছাড়া এলাকার সকলে মিলে আমরা এলাকার উন্নয়নে কাজ করতে পারি।
৩. গ্রামাঞ্চলের সামাজিক পরিবেশ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ছয়টি সুযোগ-সবিধা লেখ।
উত্তরঃ গ্রামাঞ্চলের সামাজিক পরিবেশ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ছয়টি সুযোগ-সুবিধা হলো-
ক) নিরাপদ খাবার পানির জন্য নলকূপ
খ) ময়লা ফেলার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা
গ) জলাবদ্ধতা মুক্ত রাখার জন্য নালা এবং খাল
ঘ) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান
ঙ) বিদ্যুৎ সুবিধা
৪. শহরাঞ্চলের ছয়টি সুযোগ-সুবিধা লেখ।
উত্তরঃ শহরাঞ্চলের ছয়টি সুযোগ-সুবিধা হলো-
ক) চলাচলের জন্য প্রশস্ত রাস্তা
খ) ময়লা নিষ্কাশনের জন্য নালা বা ড্রেন
গ) ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য ডাস্টবিন
ঘ) নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা
ঙ) বিদ্যুৎ সুবিধা
চ) রাস্তায় বাতির ব্যবস্থা

অধ্যায়- ১০
এশিয়া মহাদেশ
১। ছোট প্রশ্ন ঃ
১. পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ কোনটি? পৃথিবীর মোট স্থলভাগের কয়ভাগ এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত?
উত্তরঃ পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ এশিয়া। পৃথিবীর মোট স্থলভাগের প্রায় তিনভাগের একভাগ এলাকা জুড়ে এশিয়া মহাদেশ অবস্থিত।
২. জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীর বড় মহাদেশ কোনটি?
উত্তরঃ জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীর বড় মহাদেশ এশিয়া। এশিয়া মহাদেশে পৃথিবীর প্রায় ৬০ ভাগ লোক বাস করেন।
৩. এশিয়া মহাদেশ পৃথিবীর কোন গোলার্ধে অবস্থিত? এই মহাদেশে কয়টি দেশ আছে?
উত্তরঃ এশিয়া মহাদেশ পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত। এশিয়া মহাদেশে ৪৮টি দেশ আছে।
৪. এশিয়ার দীর্ঘতম নদীর নাম কী? ইহা কোন দেশে অবস্থিত?
উত্তরঃ এশিয়ার দীর্ঘতম নদীর নাম ইয়াংজি। ইহা চীন দেশে অবস্থিত।
৫. বাংলাদেশ ব্যতীত এশিয়া মহাদেশের দুইটি দেশের নাম লেখ।
উত্তরঃ বাংলাদেশ ব্যতীত এশিয়া মহাদেশের দুইটি দেশের নাম- ক. ভারত খ. শ্রীলঙ্কা
৬. এশিয়া মাহাদেশে অবস্থিত দুইটি মহাসাগরের নাম লেখ।
উত্তরঃ এশিয়া মাহাদেশে অবস্থিত দুইটি মহাসাগরের নাম হলো- ক. প্রশান্ত মহাসাগর খ. ভারত মহাসাগর
৭. এশিয়ার দুইটি প্রধান ফসলের নাম লেখ।
উত্তরঃ এশিয়ার দুইটি প্রধান ফসলের নাম হলো- ক. ধান খ. গম
৮. এশিয়া মহাদেশের দুইটি প্রাণীর নাম লেখ।
উত্তরঃ এশিয়া মহাদেশের দুইটি প্রাণীর নাম হলো- ক. বাঘ খ. হাতি
৯. পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশের অর্থকরী ফসল কী কী?
উত্তর ঃ পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ এশিয়া। এশিয়ার প্রধান অর্থকরী ফসলগুলো হলো - পাট, তুলা, রবার, চা ইত্যাদি।
১০. এশিয়ায় কী কী খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়?

উত্তরঃ এশিয়ায় ধান, গম, ভুট্টা, নারিকেল, মসলা, ইত্যাদি খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়। ধান ও গম উৎপাদনে এশিয়া পৃথিবীর মধ্যে প্রথম।
১১. এশিয়া মহাদেশে কী কী খনিজ দ্রব্য রয়েছে?
উত্তরঃ এশিয়া মহাদেশে প্রচুর খনিজ দ্রব্য রয়েছে। এগুলো হলো কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, তামা, সোনা, রূপা, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি।
১২. এশিয়ার উত্তরে কী অবস্থিত? এখানে জলবায়ু কেমন?
উত্তরঃ এশিয়ার উত্তরে সাইবেরিয়া অবস্থিত। এ অঞ্চলে ঠান্ডা এবং তীব্র শীতে তুষারপাত হয়।
১৩. এশিয়া মহাদেশের উৎপাদিত ফসলকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?
উত্তরঃ এশিয়া মহাদেশের উৎপাদিত ফসলকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ক. খাদ্যশস্য খ. অর্থকরী ফসল
১৪. এশিয়ার কোন দেশে সারাবছর তাপমাত্রা বেশি থাকে এবং বৃষ্টিপাত হয়?
উত্তরঃ ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় সারাবছর তাপমাত্রা বেশি থাকে এবং বৃষ্টিপাত হয়।
১৫. মালয়েশিয়া কোন মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত? কোন ক্ষেত্রে এশিয়া মহাদেশ যথেষ্ট উন্নত?
উত্তরঃ মালয়েশিয়া এশিয়া মাহাদেশের অন্তর্ভুক্ত। শিল্পে এশিয়া মহাদেশ যথেষ্ট উন্নত।
১৬. কোন কোন শুষ্ক অঞ্চলে শীতকালে বৃষ্টি হয় কিন্তু গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি হয় না?
উত্তরঃ ইরান, ইরাক, জর্ডান, ইসরায়েল শীতকালে বৃষ্টি হয় কিন্তু গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি হয় না।
১৭. এশিয়ার কোন কোন দেশে অনেক শিল্প কারখানা আছে?
উত্তরঃ জাপান, চীন, ভারত, মারয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে অনেক শিল্প কারখানা আছে।
১৮. এশিয়ার শিল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিল্প কী কী?
উত্তরঃ এশিয়ার উল্লেখযোগ্য শিল্পগুলো হলো- লোহা ও ইস্পাত, বস্ত্র, পশম, কাগজ ও পাট শিল্প উল্লেখযোগ্য।

২। শূন্যস্থান পূরণ করঃ
১. এশিয়া পৃথিবীর .... (বৃহত্তম) মহাদেশ।
২. পৃথিবীর মোট স্থলভাগের প্রায় তিন ভাগের .... (এক ভাগ) এলাকাজুড়ে এশিয়া মহাদেশ অবস্থিত।
৩. পৃথিবীর প্রায় .... (৬০) ভাগ লোক এ মহাদেশে বাস করে।
৪. এশিয়া মহাদেশ পৃথিবীর .... (উত্তর) গোলার্ধে অবস্থিত।
৫. এশিয়া মাহাদেশে মোট দেশ আছে .... (৪৮টি)
৬. এশিয়ার দীর্ঘতম নদী .... (ইয়াংজি) চীনে অবস্থিত।
৭. এশিয়ার উত্তরে .... (সাইবেরিয়া) অবস্থিত।
৮. .... (এশিয়া) একটি বিশাল মহাদেশ।
৯. মরুভূমির .... (আবহাওয়া) খুব গরম।
১০. এশিয়া মহাদেশের মাঝখানে আছে .... (মরুভূমি)।
১১. সাইবেরিয়া অঞ্চলে ঠান্ডা ও তীব্র শীতে .... (তুষারপাত) হয়।
১২. ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় সারা বছর .... (বৃষ্টিপাত) বেশি থাকে।
১৩. এশিয়ার দক্ষিণে .... (ভারত) মহাসাগর।
১৪. এশিয়ার উত্তরে .... (আর্কটিক) মহাসাগর।
১৫. এশিয়া পশ্চিমে .... (ইউরোপ) মহাদেশ অবস্থিত।
১৬. এশিয়ার পূর্বে .... (প্রশান্ত) মহাসাগর অবস্থিত।
১৭. শিল্পে এশিয়া মহাদেশ যথেষ্ট .... (উন্নত)।
১৮. এশিয়া মহাদেশে প্রচুর .... (খনিজ) দ্রব্য রয়েছে।
১৯. ধান ও গম উৎপাদনে এশিয়া পৃথিবীর মধ্যে .... (প্রথম)।
২০. এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের .... (আবহাওয়া) বিভিন্ন ধরনের।
৩। মিলকরণ ঃ

১। বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল কর।

বাম পাশ	ডান পাশ
ক. পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ খ. এশিয়ার দীর্ঘতম নদী গ) তীব্র শীতে তুষারপাত হয় ঘ. এশিয়ার বিবিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু ঙ. পৃথিবীর প্রায় ৬০ ভাগ লোক	১. এশিয়া মহাদেশে বাস করে ২. বিভিন্ন ধরনের ৩. ইউরোপ মহাদেশ ৪. ইয়াংজি ৫. বৃষ্টিপাত হয় ৬. সাইবেরিয়া ৭. এশিয়া

উত্তর: (ক+৭), (খ+৪), (গ+৬), (ঘ+২), (ঙ+১)

২। বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল কর।

বাম পাশ	ডান পাশ
ক. খাদ্যশস্য হচ্ছে খ. অর্থকরী ফসল হচ্ছে গ. খনিজ দ্রব্য হচ্ছে ঘ. শিল্প হচ্ছে ঙ) অনেক শিল্প কারখানা সমৃদ্ধ দেশ	১. অভ্র ২. জাপান ৩. মসলা ৪. নেপাল ৫. চা ৬. বাংলাদেশ ৭. পশম

উত্তর: (ক+৩), (খ+৫), (গ+১), (ঘ+৭), (ঙ+২)

৪। বড় প্রশ্ন ঃ

১। এশিয়া বিশ্বের বৃহত্তম মহাদেশ কেন? ছয়টি বাক্যে লেখ।

উত্তরঃ এশিয়া বিশ্বের বৃহত্তম মহাদেশ কেন সে সম্পর্কে ছয়টি বাক্যে নিচে দেওয়া হলো-

১. পৃথিবীর মোট স্থলভাগের প্রায় তিন ভাগের একভাগ এলাকা জুড়ে এশিয়া মহাদেশ অবস্থিত।
২. জনসংখ্যার দিক থেকে এশিয়া পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাদেশ ।
৩. পৃথিবীর প্রায় ৬০ ভাগ লোক এ মহাদেশে বাস করে।
৪. পৃথিবীর বৃহত্তম মহাসাগর এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত।
৫. পৃথিবীতে প্রাপ্ত খনিজদ্রব্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খনিজদ্রব্য এশিয়া মহাদেশে পাওয়া যায়। এখানে মোট ৪৮টি দেশ আছে তাই এশিয়া বিশ্বের বৃহত্তম মহাদেশ বলা হয়।

২। এশিয়ার জলবায়ুর প্রকৃতি বর্ণনা কর।

উত্তরঃ এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু বিভিন্ন ধরনের। এশিয়ার মাঝখানে আছে মরুভূমি। মরুভূমির আবহাওয়া খুব গরম। এশিয়ার উত্তরে সাইবেরিয়া অবস্থিত। এ অঞ্চলে ঠান্ডা এবং তীব্র শীতে তুষারপাত হয়। কোনো কোনো শুষ্ক অঞ্চলে শীতকাল বৃষ্টি হয় কিন্তু গ্রীষ্ককালে বৃষ্টি হয় না। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় সারা বছর তাপমাত্রা বেশি থাকে এবং বৃষ্টিপাত হয়।

৩। খাদ্যশস্য কী? এশিয়ার উৎপাদিত খাদ্যশস্য সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তরঃ যে শস্য আমরা খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করি তাই খাদ্যশস্য। এশিয়ায় বিভিন্ন ধরনের খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়। যেমন- ধান, গম, ভুট্টা, নারিকেল, মসলা ইত্যাদি। ধান ও গম উৎপাদনে এশিয়া পৃথিবীর প্রথম। এশিয়ার অধিকাংশ স্থানেই ধান ও গম উৎপাদিত হয়। মসলা উৎপাদনের জন্য এশিয়া মহাদেশ বিখ্যাত।

৪। এশিয়া মহাদেশে কী কী সম্পদ আছে সে সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তরঃ এশিয়া মহাদেশে যে সব সম্পদ রয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

খাদ্যশস্যঃ এশিয়ার উৎপাদিত খাদ্যশস্যের মধ্যে রয়েছে ধান, গম, ভুট্টা, নারিকেল, মসলা ইত্যাদি।

অর্থকরী ফসলঃ এশিয়ার অর্থকরী ফসল হলো- পাট, তুলা, রবার, চা, তামাক ইত্যাদি।

খনিজ দ্রব্যঃ এশিয়ার খনিজদ্রব্যগুলোর মধ্যে কয়লা, খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস। এছাড়া তামা, সোনা, রূপা, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি।

শিল্পঃ শিল্পে এশিয়া মহাদেশ যথেষ্ট উন্নত এ মহাদেশের জাপান, চীন, ভারত মালয়েশিয়া,দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে অনেক শিল্প কারখানা আছে। এখানে যে শিল্পগুলো রয়েছে তার মধ্যে লোহা ও ইস্পাত, বস্ত্র, পশম কাগজ ও পাট শিল্প উল্লেখযোগ্য।

৫। খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসলের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

উত্তরঃ খাদ্য শস্য ও অর্থকরী ফসলের মধ্যে পার্থক্য হলো- যে শস্য আমরা খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে থাকি তাই হলো খাদ্যশস্য। অন্যদিকে যেসব কৃষিপণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয় তাকে অর্থকরী ফসল বলে। ধান, গম, ভুট্টা, নারিকেল, মসলা ইত্যাদি খাদ্যশস্য। অন্যদিকে পাট, তুলা, রবার, চা, তামাক ইত্যাদি অর্থকরী ফসল।

খাদ্যশস্যগুলো নেশা জাতীয় বা বিলাসিতার দ্রব্য নয়। কিন্তু অর্থকরী কিছু ফসল আছে যেগুলো নেশাজাতীয় যেমন- তামাক।

মালেকা একাডেমি
গোপালগঞ্জ
শ্রেণিঃ চতুর্থ
বিষয়ঃ বিজ্ঞান (দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার অংশ)

ষষ্ঠ অধ্যায়- পদার্থ

১। সংক্ষেপে উত্তর দাওঃ
(১) বায়ুর তিনটি বৈশিষ্ট্য লিখ।
উত্তরঃ বায়ুর তিনটি বৈশিষ্ট্য নিচে লিখা হলোঃ

i. বায়ু জায়গা দখল করে।
ii. বায়ুর ওজন আছে।
iii. বায়ু বল প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে।

২। বস্তুর ওজন বলতে কী বোঝ?
উত্তরঃ কোনো বস্তুকে পৃথিবী তার কেন্দ্রের দিকে যত জোরে টানে তাকে বস্তুর ওজন বলে।
৩। বস্তুর আয়তন বলতে কী বোঝ?
উত্তরঃ কোনো বস্তু যে পরিমাণ জায়গা দখল করে তাকে তার আয়তন বলে।
৪। কঠিন পদার্থের আয়তন কোন এককে পরিমাপ করা হয়?
উত্তরঃ কঠিন পদার্থের আয়তন ঘনসেন্টিমিটারে বা মিটার এককে পরিমাপ করা হয়।
৫। তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের একক কী?
উত্তরঃ তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের একক মিলিলিটার বা লিটার।
৬। পদার্থের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।
উত্তরঃপদার্থের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো হলোঃ

(i) পদার্থের ওজন,আকার,আয়তন, আকৃতি ইত্যাদি আছে।
(ii)পদার্থ জায়গা দখল করে।

৭। পদার্থ কাকে বলে?
উত্তরঃ যার ওজন আছে এবং জায়গা দখল করে তাকে পদার্থ বলে।
৮। কঠিন পদার্থ কাকে বলে?
উত্তরঃ যে পদার্থের নির্দিষ্ট আকার,আয়তন ও ওজন আছে এবং জায়গা দখল করে তাকে কঠিন পদার্থ বলে।
৯। তরল পদার্থ কাকে বলে?
উত্তরঃ যে পদার্থের নির্দিষ্ট ওজন ও আয়তন আছে কিন্তু নির্দিষ্ট আকার বা আকৃতি নেই তাকে তরল পদার্থ বলে।
১০। তুমি কী ব্যবহার করে কোনো পদার্থের ওজন পরিমাপ করতে পারবে?
উত্তরঃ আমি দাঁড়িপাল্লা বা নিক্তি ব্যবহার করে কোনো পদার্থের ওজন পরিমাপ করতে পারব।
১১। বায়বীয় পদার্থ কাকে বলে?
উত্তরঃ যে পদার্থের নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন নেই কিন্তু ওজন আছে তাকে বায়বীয় পদার্থ বলে।
১২। তিনটি কঠিন পদার্থের নাম লিখ।
উত্তরঃ তিনটি কঠিন পদার্থের নাম হলোঃ ইট,পাথর ও লোহা।
১৩। তোমার এক প্রতিবেশী তরল দুধ বিক্রি করেন। তিনি ঐ দুধ পরিমাপ করতে কোন একককটি ব্যবহার করবেন?
উত্তরঃ আমার ঐ প্রতিবেশী তরল দুধ পরিমাপ করতে লিটার একককটি ব্যবহার করবেন।
১৪। মালেকা একাডেমির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে অনেক বেলুন ওড়ানো হলো। ঐ বেলুনের মধ্যে কোন পদার্থ ছিল?
উত্তরঃ মালেকা একাডেমির ওড়ানো বেলুনের মধ্যে বায়বীয় পদার্থ ছিল।
১৫। আমাদের চারপাশে অনেক বস্তু রয়েছে। এ বস্তুগুলো কী দিয়ে তৈরি?
উত্তরঃ আমাদের চারপাশের বস্তুগুলো পদার্থ দিয়ে তৈরি বলে।

ষষ্ঠ অধ্যায়- পদার্থ (শূন্যস্থান পূরণ)

১। আমাদের চারপাশে নানা বস্তু রয়েছে।
২। সকল বস্তুই পদার্থ দিয়ে তৈরি।

৩। পদার্থ জায়গা দখল করে।
৪। কোনো পদার্থ যে পরিমাণ জায়গা দখল করে তাকে তার আয়তন বলে।
৫। আয়তন পদার্থের একটি বৈশিষ্ট্য।
৬। কঠিন পদার্থের আয়তন ঘনসেন্টিমিটারে বা মিটার এককে পরিমাপ করা হয়।
৭। তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের একক হলো মিলিলিটার বা লিটার।
৮। পদার্থের ওজন আছে।
৯। বায়ু যখন প্রবাহিত হয় তখন আমরা তা অনুভব করতে পারি।
১০। বায়ু চাপ প্রয়োগে বাধা প্রদান করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়- পদার্থ (বড় প্রশ্ন)

১। প্রশ্নঃ পদার্থ কী তা ব্যাখ্যা কর।
উত্তরঃ পদার্থ কী তা নিচে ব্যাখ্যা করা হলোঃ
যার ওজন,আকার,আকৃতি আছে এবং জায়গা দখল করে তাই পদার্থ। আমাদের চারপাশে নানা রকম বস্তু যেমন- চেয়ার, টেবিল, বই, খাতা ইত্যাদি আছে। এ সকল কিছুই পদার্থ দিয়ে তৈরি। পদার্থ হতে পারে কঠিন, তরল ও বায়বীয়।
ওজন, আয়তন, আকার, আকৃতি ইত্যাদি পদার্থের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য। যেমন- ইট একটি কঠিন পদার্থ, যার নির্দিষ্ট আকার, আকৃতি ও ওজন আছে। আবার বায়ু একটি বায়বীয় পদার্থ, যার আকার ও আয়তন নেই কিন্তু ওজন আছে।

২। প্রশ্নঃ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ কর যে বায়ু একটি পদার্থ?
উত্তরঃ বায়ু যে একটি পদার্থ তা নিচে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করা হলোঃ
প্রয়োজনীয় উপকরণঃ একটি কাঠি, সুতা, একটি দাঁড়িপাল্লা, দুইটি বেলুল এবং ১টি আলপিন নিই।
প্রয়োগঃ প্রথমে কাঠিতে সুতা বেঁধে একটি দাঁড়িপাল্লা তৈরি করি। এখন বেলুন দইটিকে সমানভাবে ফুলাই এবং দাঁড়িপাল্লার দুই পাশে ঝুলিয়ে দিই। দাঁড়িপাল্লাটিকে আনুভূমিকভাবে সমান করি এবং আলপিনের সাহায্যে একপাশের বেলুনের মুখের দিকে একটি ছিদ্র করি যাতে আস্তে আস্তে করে বাতাস বের হয়ে যায়।
ফলাফলঃ এখন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে দাঁড়িপাল্লাটি ফোলানো বেলুনটি দিকে হেলে পড়েছে এবং ছিদ্র করা বেলুনটি চুপসে গেছে। এ পরীক্ষা থেকে বোঝা যায় যে বায়ুর ওজন আছে এবং জায়গা দখল করে।
সিদ্ধান্তঃ যেহেতু বায়ুর ওজন আছে এবং জায়গা দখল করে। তাই পরীক্ষাটি হতে প্রমাণিত হয় যে বায়ু একটি পদার্থ।

বিঃদ্রঃ শ্রেণিতে ষষ্ঠ অধ্যায় হতে যা পড়ানো হয়েছে তার সাথে এগুলো পড়বে।

সপ্তম অধ্যায়- প্রাকৃতিক সম্পদ

১।সংক্ষেপে উত্তর দাওঃ

১। চার ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদের নাম লিখ।
উত্তরঃ চার ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদের নাম হলোঃ
i. পানি সম্পদ।
ii. বনজ সম্পদ।
iii. ভূমি সম্পদ ও
iv. খনিজ সম্পদ।

২। বাংলাদেশে কোন কোন প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে?
উত্তরঃ বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে যেমন- সূর্যের আলো, মাটি, পানি বায়ু, উদ্ভিদ,প্রাণী,প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল, কয়লা,চুনা পাথর, সিলিকন,কঠিন শিলা ইত্যাদি।
৩। প্রাকৃতিক সম্পদ কাকে বলে? বা;লাদেশের ৫টি প্রাকৃতকি সম্পদের নাম লিখ।
উত্তরঃ প্রকৃতিতে পাওয়া যা কিছু আমাদের কাজে লাগে তাই প্রাকৃতিক সম্পদ।
বাংলাদেশের ৫টি প্রাকৃতিক সম্পদের নাম হলো- তেল, কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, চুনা পাথর, কঠিন শিলা।
৪। খনিজ সম্পদ বলতে কী বুঝ?
উত্তরঃ মাটির নিচ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরণের খনিজ পদার্থ যেমন- সোনা,রূপা,কয়লা ইত্যাদি যা আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি তাকে খনিজ সম্পদ বলে।

৫। খনিজ বলতে কী বোঝ?
উত্তরঃ প্রকৃতিতে পাওয়া বিভিন্ন ধরণের কঠিন পদার্থ যেমন- সোনা,রূপা ইত্যাদিকে খনিজ বলে।
৬। বন কীভাবে সৃষ্টি হয়?
উত্তরঃ যখন কোনো স্থানে প্রাকৃতিক ভাবে বিভিন্ন ধরণের উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে জন্মায় তখন সেখানে বনের সৃষ্টি হয়।
৭। শিলা কী? এর একটি ব্যবহার লিখ।
উত্তরঃ শিলা হলো এক বা একাধিক খনিজ মিলে গঠিত একটি কঠিন পদার্থ।
নির্মাণ সামগ্রী তৈরিতে এটি ব্যবহার করা হয়।
৮।পুনর্ব্যবহার কাকে বলে?
উত্তরঃ কোনো কিছু ফেলে দেওয়ার পূর্বে পুনরায় ব্যবহার করাকে পুনর্ব্যবহার বলে।
৯।নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ কাকে বলে?
উত্তরঃ যে সব প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ফলে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না, প্রকৃতি থেকে পুনরায় পাওয়া যায় এবং ব্যবহার করা যায় তাদেরকে নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ বলে।
১০। অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ কাকে বলে?
উত্তরঃ যে সব প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ফলে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় এবং হাজার হাজার বছরে ও ফিরে পাওয়া যায় না তাদেরকে অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ বলে।
১১। জীবাশ্ম জ্বালানি কাকে বলে?
উত্তরঃ তেল বা কয়লার মতো বিভিন্ন জ্বালানি যা মাটিতে চাপা পড়া উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ থেকে তৈরি হয় তাদেরকে জীবাশ্ম জ্বালানি বলে।
১২। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ বলতে কী বোঝ?
উত্তরঃ প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ এবং পরিকল্পিত ব্যবহারই হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ।
১৩। রিসাইকেল কাকে বলে?
উত্তরঃ যে প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত বস্তু থেকে পুনরায় একই বস্তু বা সম্পূর্ণ নতুন কোনো বস্তু তৈরি করা হয় তাকে রিসাইকেল বলে।
১৪। সৌর প্যানেল কী?
উত্তরঃ সৌর প্যানেল হলো এক ধরণের যন্ত্র যা সূর্যের আলোকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে।
১৫। পানির ৫ টি উৎসের নাম লিখ্
উত্তরঃ পানির ৫ টি উৎসের নাম হলো- নদী, পুকুর, সমুদ্র, ঝর্ণা ও বৃষ্টি ।
১৬। তিনটি জীবাশ্ম জ্বালানির নাম লিখ।
উত্তরঃ তিনটি জীবাশ্ম জ্বালানির নাম হলোঃ তেল,কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাস।
১৭। জীবাশ্ম জ্বালানির ৩টি ব্যবহার লিখ।
উত্তরঃ জীবাশ্ম জ্বালানির ৩টি ব্যবহার হলোঃ

(i) খাবার রান্না করতে ব্যবহার করা হয়।
(ii)যানবাহন চালাতে ব্যবহার করা হয়।
(iii) বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে ব্যবহার করা হয়।

১৮। ৩টি করে নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের নাম লিখ।
উত্তরঃ তিনটি নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের নাম হলোঃ সূর্যের আলো,পানি ও বায়ু। এবং তিনটি অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের নাম হলোঃ তেল , কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাস।
১৯। শক্তির উৎস বলতে কী বোঝ?
উত্তরঃ যে যে মাধ্যম হতে আমরা শক্তি পেয়ে থাকি তাদেরকে শক্তির উৎস বলে।
২০। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের ২টি উপায় লেখ।
উত্তরঃ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের ২টি উপায় হলোঃ

(i) শক্তির ব্যবহার কমিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা যায়।
(ii)বর্জ্য উৎপাদন কমিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা যায়।

সপ্তম অধ্যায়- প্রাকৃতিক সম্পদ (শূন্যস্থান পূরণ)

১। আমাদের প্রয়োজনে আমরা নানা জিনিস ব্যবহার করি।
২। প্রকৃতিতে পাওয়া যা কিছু আমাদের কাজে লাগে তাই প্রাকৃতিক সম্পদ।
৩। আমরা বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করি।

৪। পানি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ।
৫। পানির স্রোত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।
৬। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত কাঠের প্রধান উৎস বনের গাছপালা।
৭। আমরা তাপ পেতে জ্বালানি হিসাবে ও গাছপালা ব্যবহার করি।
৮। আমরা খাদ্যের জন্য মাটিতে ফসল উৎপাদন করি এবং গবাদি পশু পালন করি।
৯। নির্মাণ সামগ্রী এবং মৃৎশিল্প তৈরি করতে মাটি ব্যবহার করা হয়।
১০। চুনাপাথর এবং মার্বেল হলো এক ধরণের শিলা।
১১। চক,ধাতব মুদ্রা এবং নির্মাণ সামগ্রী তৈরিতে খনিজ এবং শিলা ব্যবহার করা হয়।
১২। সূর্য থেকে আমরা আলো ও তাপ পাই।
১৩। বায়ু প্রবাহ থেকে ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়।
১৪। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃকিত সম্পদ রয়েছে।
১৫। প্রাকৃতিক সম্পদকে নবায়নযোগ্য এবং অনবায়নযোগ্য এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।
১৬। সূর্যের আলো,বায়ু,পানি এবং উদ্ভিদ হচ্ছে নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ।
১৭। প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল, কয়লা এবং খনিজ হলো অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ।
১৮। দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় শক্তি আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ পেয়ে থাকি।
১৯। শক্তি হচ্ছে কোনো কিছু করার সামর্থ্য।
২০। মানুষ শক্তি উৎপাদনের জন্য যা কিছু ব্যবহার করে তাই শক্তির উৎস।
২১। সূর্যের আলো শক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।
২২। মানুষ সূর্যের আলো থেকে বিদ্যুৎ পাওয়ার জন্য সৌর প্যানেল ব্যবহার করে।
২৩। সৌর প্যানেল হলো এক ধরণের যন্ত্র যা সূর্যের আলোকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করে।
২৪। আমরা বাড়ির ছাদে বা ক্যালকুলেটরে সৌর প্যানেল দেখে থাকে।
২৫। বায়ুপ্রবাহ একটি সম্ভাবনাময় শক্তির উৎস।
২৬। মানুষ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বায়ুপ্রবাহ ব্যবহার করে।
২৭। বায়ুপ্রবাহ জেনারেটরের সাথে যুক্ত উইন্ডমিলের টারবাইন ঘোরায় এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন করে।
২৮। পানির স্রোত সর্বাধিক ব্যবহৃত শক্তির উৎস।
২৯। প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষা এবং পরিকল্পিত ব্যবহারই হচ্ছে সংরক্ষণ।
৩০। প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত।

অধ্যায় ৭- প্রাকৃতিক সম্পদ

বড় প্রশ্নঃ

১। প্রাকৃতক সম্পদ কী? আমরা তপ্রাকৃতিক সম্পদ থেকে কীভাবে শক্তি পাই তা ৪টি বাক্যে লেখ।
উত্তরঃ প্রকৃতিতে পাওয়া যা কিছু তআমাদের কাজে লাগে তাই প্রাকৃতিক সম্পদ। যেমন- মাটি, পানি, বায়ু ইত্যাদি।
(পরের পশ্নের উত্তরটি আরেকটি প্রশ্নের উত্তরে লেখা আছে তাই এটি আর লেখলাম না।)

২। সৌর প্যানেল কী? প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে কীভাবে শক্তি পাওয়া যায় তা পাঁচটি বাক্যে লেখ।
উত্তরঃ সৌর প্যানেল হলো এক ধরনের যন্ত্র যা সূর্যের আলোকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে।
বাকি প্রশ্নের উত্তরটা অন্য উত্তরে দেওয়া আছে। তাই আর লেখলাম না।)

৩। নবায়নযোগ্য বলতে কী বোঝায়? নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানোর প্রয়োজন কেন?
উত্তরঃ নবায়নযোগ্য বলতে বোঝায় যেসব প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ফলে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না, প্রকৃতি থেকে পুনরায় পাওয়া যায় এবং ব্যবহার করা যায়।
মানুষ প্রধানত অনবায়যোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন- তেল, কয়লা এবং প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। এগুলো একবার ব্যবহারেই নিঃশেষ হয়ে যায়। হাজার বছরেও ফিরে পাওয়া যায় না। তাই নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন- সূর্যের আলো, বায়ু প্রবাহ, পানির স্রোত ইত্যাদি সম্পদ ব্যবহারের পর নিঃশেষ হয়ে যায় না। প্রকৃতি থেকে পুনরায় ফিরে পাওয়া যায়। তাই নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানোর প্রয়োজন।

৪। পানি কী ? পানির ৫টি ব্যবহার লেখ। বা পানি কী? আমরা কী কী কাজে পানি ব্যবহার করি তা ৫টি বাক্যে লেখ।
উত্তরঃ পানি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। আমরা বৃষ্টিপাত, পুকুর, নদী, সাগর ইত্যাদি থেকে পানি পেয়ে থাকি।

আমরা যেসব কাজে পানি ব্যবহার করি তা ৫টি বাক্যে নিচে দেওয়া হলো-

১. পান করার জন্য আমরা পানি ব্যবহার করি।
২. ধোয়ামোছার কাজে আমরা পানি ব্যবহার করি।
৩. রান্না করতে আমরা পানি ব্যবহার করি।
৪. ফসল ফলানোর জন্য জমিতে সেচের কাজে আমরা পানি ব্যবহার করি।
৫. বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে আমরা পানি ব্যবহার করি।

৫। প্রাকৃতিক সম্পদ কী? প্রাকৃতিক সম্পদের ৪টি ব্যবহার লেখ।

উত্তরঃ প্রকৃতিতে পাওয়া যা কিছু আমাদের কাজে লাগে তাই প্রাকৃতিক সম্পদ।

প্রাকৃতিক সম্পদের ৪টি ব্যবহার নিচে দেওয়া হলো-

১. আমরা নির্মাণ সামগ্রী, আসবাবপত্র এবং কাগজ তৈরি করতে কাঠ বা গাছ ব্যবহার করি।
২. আমরা খাদ্যের জন্য মাটিতে ফসল উৎপাদন করি এবং গবাদি পশু পালন করি।
৩. আমরা মাটির উপরে ঘরবাড়ি বা দালান নির্মাণ ও নির্মাণ সামগ্রী এবং মৃৎশিল্প তৈরি করতেও মাটি ব্যবহার করি।
৪. আমরা তেল, কয়লা এবং প্রাকৃতিক গ্যাস পুড়িয়ে যে তাপ পাই তা কলকারখানায়, যানবাহনে, রান্নায় এবং বিদুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করি।

৬। শক্তি কী? শক্তি কী কী করতে পারে?

উত্তরঃ কোন কিছু করার সামর্থ্য হচ্ছে শক্তি।

শক্তি যা যা করতে পারে তা নিচে দেওয়া হলো-

১. শক্তি কোনো বস্তুকে নাড়াতে পারে।
২. শক্তি শব্দ সৃষ্টি করতে পারে।
৩. শক্তি আলো উৎপাদন করতে পারে।
৪. শক্তি তাপ উৎপন্ন করতে পারে।

৭। শক্তির উৎস কী? আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে কীভাবে শক্তি পাই তা ৪টি বাক্যে লেখ।

উত্তরঃ মানুষ শক্তি উৎপাদনে জন্য যা কিছু ব্যবহার করে তাই শক্তির উৎস। যেমন- সুর্যের আলো, বায়ু প্রাবাহ, পানির স্রোত ইত্যাদি।

আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে যেভাবে শক্তি পাই তা ৪টি বাক্যে নিচে দেওয়া হলো-

১. সূর্যের আলো শক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। মানুষ সূর্যের আলো থেকে বিদ্যুৎ পাওয়ার জন্য সৌর প্যানেল ব্যবহার করে।
২. বায়ু প্রবাহ একটি সম্ভাবনাময় শক্তির উৎস। বায়ু প্রবাহ জেনারেটরের সাথে যুক্ত উইন্ডমিলের টারবাইন ঘোরায় এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন করে।
৩. পানির স্রোত সর্বাধিক ব্যবহৃত শক্তির উৎস। পানির স্রোত জেনারেটরের সাথে যুক্ত টারবাইন ঘোরায় এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন করে।
৪. তেল, কয়লা এবং প্রাকৃতিক গ্যাস অনবায়নযোগ্য শক্তির উৎস। এগুলোকে জীবাশ্ম জ্বালানি বলে।

৮। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ বলতে কী বুঝায়? প্রাকৃতিক সম্পদ তোমরা কীভাবে সংরক্ষণ করতে পারো তা ৫টি বাক্যে লেখ।

উত্তরঃ প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষা এবং পরিকল্পিত ব্যবহারই হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ।

প্রাকৃতিক সম্পদ আমরা যেভাবে সংরক্ষণ করতে পারি তা ৫টি বাক্যে নিচে দেওয়া হলো-

১. প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের একটি ভালো উপায় হচ্ছে তা ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়া।
২. শক্তির ব্যবহার কমিয়ে বা বর্জ্য উৎপাদন কমিয়ে আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করতে পারি।
৩. রান্না শেষে চুলা নিভিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করতে পারি।
৪. কোনো জিনিসকে পুনরায় ব্যবহার করে আমরা বর্জ্য কমাতে পারি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করতে পারি।
৫. কোনো জিনিসকে রিসাইকেল করা বা ফেলে দেওয়ার পূর্বে তা বারবার ব্যবহার করা উচিত। কোনো জিনিস ভেঙে গেলে তা ফেলে না দিয়ে বা নতুন ক্রয় না করে মেরামত করে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করতে পারি।

৯। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের ২টি উপায় বর্ণনা কর।

উত্তরঃ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের ২টি উপায় নিচে বর্ণনা করা হলো-

১. সম্পদের ব্যবহার কমানোঃ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের একটি ভালো উপায় হচ্ছে তা ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়া। শক্তির ব্যবহার কমিয়ে বা বর্জ্য উৎপাদন কমিয়ে আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করতে পারি। যেমন- রান্না শেষে চুলা নিভিয়ে ফেলা।
২. সম্পদের রি সাইকেল করাঃ রিসাইকেলের মাধ্যমে পুরনো বস্তুকে নতুন বস্তুতে পরিনত করা যায়। জিনিসপত্র রিসাইকেল করলে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর চাপ কম পড়ে। যেমন- আমরা যদি কাগজ রিসাইকেল করি তাহলে নতুন কাগজ তৈরির জন্য গাছ কাটার পরিমান কমবে।

১০। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ কী? আমরা অভ্যাসের পরিবর্তন করে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করতে পারি?

উত্তরঃ প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষা এবং পরিকল্পিত ব্যবহারই হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ।

(আমরা যেভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করতে পারি)

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে অভ্যাসের পরিবর্তন করা অপ্রয়োজনে বাতি জ্বালিয়ে না রেখে আমরা শক্তির ব্যবহার কমাতে পারি। কাগজের উভয় পৃষ্ঠাতে লিখে আমরা কাগজের অপচয় কমাতে পারি। আমরা ব্যবহৃত কৌটা বা পুরাতন অ্যালুমিনিয়ামের জিনিসপত্র রিসাইকেল করে নতুন জিনিস তৈরি করতে পারি। এভাবে অভ্যাসের পরিবর্তন করে আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করতে পারি।

১১। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ বলতে কী বোঝায়? আমরা কীভাবে রিসাইকেলের মাধ্যমে/রিসাইকেল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করতে পারি?

উত্তরঃ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ বলতে বোঝায় প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষা এবং পরিকল্পিত ব্যবহার।

রিসাইকেলের মাধ্যমে পুরনো বস্তুকে নতুন বস্তুতে পরিণত করা যায়। জিনিসপত্র রিসাইকেল করলে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর চাপ কম পড়ে। যেমন- আমরা যদি কাগজ রিসাইকেল করি তাহলে নতুন কাগজ তৈরির জন্য গাছ কাটার পরিমাণ কমবে। এভাবে আমরা রিসাইকেলের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করতে পারি।

১২। প্রাকৃতিক সম্পদের ধরন এবং ব্যবহার সম্পর্কে ৫টি বাক্য লেখ।

উত্তরঃ প্রাকৃতিক সম্পদের ধরন এবং ব্যবহার সম্পর্কে ৫টি বাক্য নিচে দেওয়া হলো-

১. পানি ও পানির স্রোত ঃ পান করা, রান্না করা, ধোয়ামোছা, ফসল ও মাছ উৎপাদন, বিদ্যুৎ উৎপাদন।
২. বনজ সম্পদঃ নির্মাণ সামগ্রী, কাঠ, কাগজ, আসবাবপত্র।
৩. ভূমি সম্পদঃ ফসল উৎপাদন, ভবন নির্মাণ, নির্মাণ আমগ্রী, মৃৎশিল্প।
৪. শিলা এবং খনিজঃ চক, নির্মাণ সামগ্রী, বৈদ্যুতিক তার, ধাতব মুদ্রা, গয়না তৈরির উপকরণ।
৫. সূর্যের আলোঃ শস্য উৎপাদন, আলো, উদ্ভিদের খাদ্য তৈরি, বিদ্যুৎ উৎপাদন।
৬. তেল, কয়লা এবং প্রাকৃতিক গ্যাসঃ প্লাস্টিক সামগ্রী, পলিথিন, জ্বালানি, কৃত্রিম তন্তু, ইউরিয়া সার, রান্না করা, তাপ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন।
৭. বায়ু বা বায়ুপ্রবাহঃ শ্বাস-প্রশ্বাস, উদ্ভিদের খাদ্য তৈরি, বল ও টায়ার ফোলানো, বিদ্যুৎ উৎপাদন।

মালেকা একাডেমি
গোপালগঞ্জ
২য় সাময়িক পরীক্ষার জন্য
ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা
আখলাক (৩য় অধ্যায়- ৪০-৫০ পৃষ্ঠা)

- শূন্যস্থান পূরণঃ

১. সুন্দর স্বভাব ও ভালো চরিত্রকে আরবিতে আখলাক বলে ।
২. আমাদের মহানবি (সঃ) উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন ।
৩. চরিত্র ভালো হলে জীবন সুন্দর হয় ।
৪. সুন্দর ও ভালো চরিত্র সচ্চরিত্র ।
৫. মন্দ স্বভাব ও খারাপ চরিত্রকে অসচ্চরিত্র বলা হয় ।
৬. আব্বা-আম্মা আমাদের সবচেয়ে আপনজন ।
৭. আব্বা-আম্মার সাথে ভালো ব্যবহার করা আমাদের কর্তব্য ।
৮. মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত ।
৯. শিক্ষকের সাথে কখনো বেয়াদবি করবো না।
১০.শিক্ষকের সাথে সবসময় ভালো ব্যবহার করবো ।
১১. আমরা শিক্ষককে সম্মান করবো।
১২. মহানবি (সঃ) বড়দের সম্মান করতেন ।
১৩. আমরা বড়দের সম্মান করবো ।
১৪. প্রতিবেশী অসুস্থ হলে সেবা করবো ।
১৫. প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করব না ।
১৬.অসুখ-বিসুখ ও রোগশোক আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনের জন্য একটি পরীক্ষা ।
১৭. যে সত্য কথা বলে তাকে সত্যবাদী বলে ।
১৮. সত্যবাদীকে আরবিতে সাদিক বলা হয় ।
১৯. মিথ্যা সকল পাপের মূল ।
২০. যে মিথ্যাকথা বলে তাকে মিথ্যাবাদী বলে ।
২১. সত্য মানুষকে মুক্তি দেয়, আর মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে।
২২. সত্য কথা বলা মহৎ গুন ।
২৩. আরবিতে মিথ্যাবাদীকে কাযিব বলা হয় ।
২৪. যে ওয়াদা পালন করে সে সকলের কাছে প্রিয় হয় ।
২৫. ওয়াদা পালন না করা খুবই অন্যায় ।
২৬. ওয়াদা পালন না করা খুবই অপরাধ ।
২৭. যে ওয়াদা পালন করে না তার ধর্ম নেই ।
২৮. লোভ আমাদের অনেক ক্ষতি করে ।
২৯. যে লোভ করে তাকে লোভী বলে ।
৩০. বিনা প্রয়োজনে কোনো কিছু নষ্ট করাকে অপচয় বলে ।
৩১. নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই।
৩২.আমরা কোনো কিছু অপচয় করবো না ।
৩৩. কারও অনুপস্থিতিতে তার দোষের কথা বলার নাম গিবত বা পরনিন্দা।
৩৪. যে পরনিন্দা করে তাকে পরনিন্দুক বলে ।
৩৫. পরনিন্দাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না ।

- মিলকরণঃ

বামপাশ -- ডানপাশ
১. চরিত্র ভালো হলে-জীবন সুন্দর হয় ।
২. আব্বা-আম্মার সাথে সুন্দর-ব্যবহার কর ।
৩. শিক্ষক সৎ ও ন্যায়ের পথে-চলতে শেখান ।

৪. যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা - ফেলব না ।
৫. যে ওয়াদা পালন করে না-তার ধর্ম নেই ।
৬. পরনিন্দুক-মহাপাপী ।
৭. লোভ আমাদের-ক্ষতি করে।
৮. প্রতিবেশী অসুস্থ হলে-সেবা করবো।
৯. প্রতিবেশীর সাথে করবো না-ঝগড়া ।
১০.আদব-কায়দা শিখান-শিক্ষক ।
১১. শিক্ষকের সাথে কখনো- বেয়াদবি করবো না ।
১২. মন্দ স্বভাব ও খারাপ চরিত্র-অসচ্চরিত্র।
১৩. সুন্দর ও ভালো চরিত্র- সচ্চরিত্র।
১৪. উত্তম চরিত্রের অধিকারী- মহানবি (স) ।
১৫. আমাদের আপনজন- আব্বা-আম্মা।
১৬. সত্যবাদীকে আরবিতে বলা হয়- সাদিক ।
১৭. সকল পাপের মূল- মিথ্যা কথা ।
১৮. ওয়াদা পালন না করা-খুবই অন্যায় ।
১৯.অপচয়কারীরা- শয়তানের ভাই ।
২০. কারও অনুপস্থিতিতে দোষের কথা বলা- গিবত ।

- ছোট প্রশ্নঃ (রিডিং এর ভিতর থেকে)

১.আখলাক কাকে বলে?
উত্তরঃ সুন্দর স্বভাব ও ভালো চরিত্রকে আরবিতে আখলাক বলে ।
২. সচ্চরিত্র কাকে বলে ?
উত্তরঃ সুন্দর ও ভালো চরিত্রই সচ্চরিত্র।
৩.অসচ্চরিত্র কাকে বলে ?
উত্তরঃ মন্দ স্বভাব ও খারাপ চরিত্রকে অসচ্চরিত্র বলা হয় ।
৪. মহানবি সুন্দর চরিত্র সম্পর্কে কী বলেছেন ?
উত্তরঃ মহানবি (স) বলেন, "সত্যিকার মুমিন তারাই যাদের চরিত্র সুন্দর।"
৫. মহানবি (স) এর চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কী বলেন ?
উত্তরঃ আল্লাহ তায়ালা বলেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ"।
৬. আমাদের সবচেয়ে আপনজন কে ?
উত্তরঃ আব্বা-আম্মা আমাদের সবচেয়ে আপনজন ।
৭. কুল লাহুমা কাওলান কারীমা অর্থ কী?
উত্তরঃ তুমি আব্বা-আম্মার সাথে সুন্দর সুন্দর কথা বলো ।
৮. ওয়াবিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা এর অর্থ কী ?
উত্তরঃ আব্বা-আম্মার সাথে উত্তম ব্যবহার করো ।
৯. আমরা আব্বা-আম্মার জন্য কোন দোয়াটি করব তা বাংলায় লিখ ।
উত্তরঃ রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানী সাগীরা ।
১০.কার পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত?
উত্তরঃ মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত।
১১.মহানবি (স) বড়দের সম্মান এবং ছোটদের স্নেহ করা সম্পর্কে কী বলেছেন ?
উত্তরঃ মহানবি (স) বলেন "যে ছোটদের স্নেহ করে না, আর বড়দের সম্মান দেখায় না, সে আমার উম্মত না ।"
১২. প্রতিবেশী কারা?
উত্তরঃ আমাদের আশেপাশে যারা বসবাস করে তারা আমাদের প্রতিবেশী ।
১৩. ক্ষুধার্ত প্রতিবেশীর সম্পর্কে মহানবি (স) কী বলেছেন ?
উত্তরঃ মহানবি (স) বলেছেন, "যে নিজে পেটভরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে সে মুমিন নয় " ।
১৪. অত্যাচারী প্রতিবেশীর সম্পর্কে মহানবি (স) কী বলেছেন ?
উত্তরঃ মহানবি (স) বলেন, "যার অত্যাচার ও অন্যায় আচরন থেকে তার প্রতিবেশী রক্ষা পায় না, সে জান্নাত প্রবেশ করবে না।"

১৫. সত্যবাদী কাকে বলে? সত্যবাদীকে আরবিতে কী বলে?
উত্তরঃ যে সত্য কথা বলে তাকে সত্যবাদী বলে। সত্যবাদীকে আরবিতে সাদিক বলা হয় ।
১৬. সকল পাপের মূল কী?
উত্তরঃ সকল পাপের মূল মিথ্যা কথা বলা ।
১৭. মিথ্যাবাদী কাকে বলে? আরবিতে তাকে কী বলা হয় ?
উত্তরঃ যে মিথ্যা কথা বলে তাকে মিথ্যাবাদী বলে। আরবিতে তাকে কাযিব বলা হয় ।
১৮. সত্য কথা সম্পর্কে মহানবি (স) কী বলেছেন ?
উত্তরঃ মহানবি (স) বলেছেন, " সত্য মানুষকে মুক্তি দেয়, আর মিথ্যা ধ্বংস করে।" তিনি আরও বলেন, " তোমরা সবসময় সত্য বলবে। কেননা সত্য পুণ্যের পথে নিয়ে যায় । আর পুণ্য জান্নাতে নিয়ে যায় ।"
১৯. ওয়াদা পালন করা অর্থ কী ?
উত্তরঃ ওয়াদা পালন করা অর্থ কথা দিয়ে কথা রাখা । কারো সাথে কোনো কথা দিলে তা রক্ষা করার নাম ওয়াদা পালন করা ।
২০. ওয়াদা পালন সম্পর্কে আল্লাহ কী বলেন?
উত্তরঃ আল্লাহ বলেন," হে মুমিনগণ! তোমরা ওয়াদা পূরণ কর । "
২১. ওয়াদা পালন সম্পর্কে মহানবি (স) কী বলেন?
উত্তরঃ মহানবি (স) বলেন , "যে ওয়াদা পালন করে না, তার ধর্ম নেই"।
২২. লোভ কী ?
উত্তরঃ যত পায় আরও চায়। বেশি বেশি চায়। এরই নাম লোভ ।
২৩. লোভ আমাদের কী করে?
উত্তরঃ লোভ আমাদের অনেক ক্ষতি করে । অনেক অশান্তি ও দুঃখ কষ্ট বাড়ায় ।
২৪. যে লোভ করে তাকে কী বলে ?
উত্তরঃ যে লোভ করে তাকে লোভী বলে ।
২৫. লোভ সম্পর্কে মহানবি (স) কী বলেছেন?
উত্তরঃ তোমরা লোভ থেকে সাবধান থাক । লোভ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ধ্বংস করে দিয়েছে ।
২৬. অপচয় অর্থ কী ?
উত্তরঃ অপচয় অর্থ ক্ষতি, অপব্যয় , নষ্ট।
২৭. অপচয় কাকে বলে?
উত্তরঃ বিনা প্রয়োজনে কোনো কিছু নষ্ট করাকে অপচয় বলে।
২৮. পরনিন্দা করা অর্থ কী?
উত্তরঃ পরনিন্দা করা অর্থ গিবত করা, পরচর্চা করা, দুর্নাম রটানো ।
২৯. পরনিন্দা বা গিবত বলতে কী বুঝায় ?
উত্তরঃ কারও অনুপস্থিতিতে তার দোষের কথা বলার নাম গিবত বা পরনিন্দা বা পরচর্চা।
৩০. পরনিন্দুক কাকে বলে?
উত্তরঃ যে পরনিন্দা করে তাকে পরনিন্দুক বলে ।
৩১. পরনিন্দা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কী বলেন?
উত্তরঃ আল্লাহ তায়ালা বলেন, " তোমরা একে অপরের দোষ খুঁজে বেড়াবে না। "
৩২.পরনিন্দা সম্পর্কে মহানবি (স) কী বলেন?
উত্তরঃ মহানবি (স) বলেন, "পরনিন্দাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না"।

- **অনুশীলনীর ছোট প্রশ্নঃ**

১.আমাদের মহানবি (স) এর চরিত্র কেমন ছিল ?
উত্তরঃ আমাদের মহানবি (স) ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী ।
২. আব্বা-আম্মার সাথে কী রূপ ব্যবহার করবো ?
উত্তরঃ আব্বা-আম্মা আমাদের সবচেয়ে আপনজন । তারা আমাদের স্নেহ , মমতা, দরদ দিয়ে লালন-পালন করেন। কাজেই আমরা আব্বা-আম্মার সাথে উত্তম ব্যবহার করবো ।
৩. শিক্ষকের সাথে দেখা হলে কী করবো ?
উত্তরঃ শিক্ষকের সাথে দেখা হলে সালাম দিব। ভালোমন্দ জিজ্ঞাসা করবো ।

৪. দাদা-দাদি ও নানা-নানি আমাদের কী করেন?
উত্তরঃ দাদা-দাদি ও নানা-নানি আমাদের আদর করেন ।
৫. মহানবি (স) বড়দের সাথে কেমন ব্যবহার করতেন?
উত্তরঃ মহানবি (স) বড় সম্মান দেখাতেন, ভালো ব্যবহার করতেন ।
৬. মহানবি (স) ছোটদের কী করতেন?
উত্তরঃ মহানবি (স) ছোটদের স্নেহ করতেন ।
৭. আমরা কাজের লোকদের সাথে কেমন ব্যবহার করব?
উত্তরঃ আমাদের বাড়ির যেসব কাজের লোক বয়সে বড় তাদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করব । এবং যারা ছোট তাদেরকে স্নেহ করব ।
৭. আমরা কাজের লোকদের সাথে কেমন ব্যবহার করব?
উত্তরঃ আমাদের বাড়ির যেসব কাজের লোক বয়সে বড় তাদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করব । এবং যারা ছোট তাদেরকে স্নেহ করব ।
৮. প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত হলে আমরা কী করবো ?
উত্তরঃ প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত হলে তাকে খাদ্য দেব। মহানবি (স) বলেছেন, " যে নিজে পেট ভরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে সে মুমিন নয় । "
৯. আমরা রোগীর কী করব?
উত্তরঃ আমরা রোগীর সেবা করব। চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। মহানবি (স) বলেছেন, " তোমরা রোগীর সেবা কর । "
১০.কারও অনুপস্থিতে তার দোষের কথা বলার নাম কী?
উত্তরঃ কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষের কথা বলার নাম গিবত বা পরনিন্দা বা পরচর্চা ।

- **বর্ণনামূলক প্রশ্নঃ**

১.সচ্চরিত্র কাকে বলে? উদাহরণ দাও ।
উত্তরঃ সুন্দর ও ভালো চরিত্রই সচ্চরিত্র। চরিত্র ভালো হলে জীবন সুন্দর হয় । সুখের হয় । আখিরাতে শান্তি পাওয়া যায় । যেমন- সত্য কথা বলা । রোগীর সেবা করা আব্বা-আম্মাকে সম্মান করা । প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করা । ওয়াদা পালন করা, আল্লাহর ইবাদত করা বড়দের সম্মান করা, ছোটদের স্নেহ করা ইত্যাদি সচ্চরিত্রের উদাহরণ ।
২. আব্বা-আম্মার সাথে ভালো ব্যবহারের তালিকা তৈরি কর ।
উত্তরঃ আব্বা-আম্মা আমাদের সবচেয়ে আপনজন । তাঁরা অনেক কষ্ট করে, স্নেহ - মমতা ও দরদ দিয়ে লালন-পালন করেন । তাই আব্বা-আম্মার সাথে ভালো ব্যবহার করা আমাদের কর্তব্য । তাঁদের ভালো খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করব। তাঁদের অসুখ হলে সেবাযত্ন করব । তাঁদের আদেশ-নিষেধ মেনে চলব । তাঁদের জন্য সর্বদা আল্লাহর দরবারে দোয়া করব ।
৩. আব্বা-আম্মার জন্য কুরআন মজিদে বর্ণিত দোয়াটি অর্থসহ বাংলায় লিখ ।
উত্তরঃ রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানী সাগীরা। অর্থঃ " হে আমার প্রতিপালক, আমার আব্বা আম্মা আমাকে ছোটবেলায় যেমনি সেবাযত্নে লালন পালন করেছেন, আপনি তাঁদের প্রতি তেমনি দয়া করুন । "
৪.বড়দের সাথে আমাদের কেমন ব্যবহার করা উচিত ?উত্তরঃ যারা বয়সে বড় তাদের সাথে দেখা হলে আমরা তাদের সালাম দেব। আদবের সাথে কথা বলব । বড়দের কে শ্রদ্ধা করব। সম্মান করব, ভালো ব্যবহার করব । আদেশ-উপদেশ মেনে চলব । তাদের মনে কষ্ট দেব না ।
৫. শিক্ষক আমাদের কী কী শেখান ?
উত্তরঃ আব্বা-আম্মার মতো শিক্ষক আমাদের প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তোলেন ।
তিনি আমাদের কুরআন, সালাত ও আদব-কায়দা শেখান ।তিনি সৎ ও ন্যায়ের পথে চলতে শেখান । কেমনভাবে পড়তে হয়? কীভাবে লিখতে হয়, শিক্ষক তা আমাদের শেখান । জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয় আমরা তার কাছ থেকে শিখি । দেশ ও দশের কথা শিখি ।
৬. প্রতিবেশী কারা? আমরা প্রতিবেশীর সাথে কি রূপ ব্যবহার করব ?
উত্তরঃ আমাদের আশেপাশে যারা বসবাস করে তাঁরা আমাদের প্রতিবেশী । প্রতিবেশীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করব, তা নিচে লেখা হলো-
আমরা প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করব । তাদের সাথে কুশল বিনিময় করব । কেউ ক্ষুধার্ত হলে তাকে খাদ্য দেব । প্রতিবেশী অসুস্থ হলে সেবা করব । বিপদে সাহায্য করব । তাদের সাথে ঝগড়া করবো না । তাদের সাথে মিলেমিশে থাকব । তাহলে পরিবেশ সুন্দর হবে ।

৭. ফুয়াদের আম্মার জ্বর হলে ফুয়াদ কী করেছিল ?
উত্তরঃ ফুয়াদ খুব ভালো ছেলে । একবার তার আম্মার ভীষন জ্বর হলো। সেদিন বাসায় কেউ ছিল না । সে তার আম্মার চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ডেকে আনলো । ডাক্তার সাহেব তার আম্মার জ্বর পরীক্ষা করলো। ডাক্তারের পরামর্শমত ফুয়াদ তার আম্মার মাথায় পানি দিল । সময় মত ঔষধ খাওয়ালো । আল্লাহর কাছে তার আম্মার আরোগ্য লাভের জন্য দোয়া করল । আল্লাহর রহমতে তার আম্মা সুস্থ হয়ে উঠলেন । ফুয়াদ আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করল ।
৮. সত্যবাদীর প্রতি মানুষের ধারণা কেমন ? অথবা সত্য কথা বলার সুফল কী কী ?
উত্তরঃ সত্যকথা বলা মহৎ গুণ । যে সত্য কথা বলে তাকে সকলে ভালোবাসে। সকলে বিশ্বাস করে। আল্লাহও তাকে ভালোবাসেন। সে আল্লাহর কাছে প্রিয়। পৃথিবীতে সে সকলের কাছে প্রিয় ও সম্মানিত । পরকালে সে জান্নাত লাভ কবে ।
৯.ওয়াদা পালন করার উপকারিতা কী ?
উত্তরঃ ওয়াদা পালন করা অর্থ কথা দিয়ে কথা রাখা। কথামত কাজ করা । যে ওয়াদা পালন করে সে সকলের কাছে প্রিয় হয় । সম্মানিত হয় । সকলে তাকে বিশ্বাস করে , ভালোবাসে। বিপদে পড়লে সাহায্য করে । আল্লাহ তার প্রতি খুশি থাকবেন । আখিরাতে সে সুখ পায় । শান্তি পায় । জান্নাত লাভ করে ।
১০. লোভ মানুষের কী কী ক্ষতি করে?
উত্তরঃ লোভ করা পাপ । লোভ আমাদের অনেক ক্ষতি করে। অনেক অশান্তি সৃষ্টি করে। দুঃখ - কষ্ট বাড়ায়। লোভের কারণে মানুষ নানা অন্যায়ে লিপ্ত হয় । পাপ করে । সে সুখী হয় না , শান্তি পায় না। কেউ তাকে সম্মান দেয় না, ঘৃণা করে । কেউ তার সাথে বন্ধুত্ব করে না ।মেলামেশা করে না। বিপদে সাহায্য করে না । সে পাপী । আর এই পাপ তাকে মৃত্যুর দিকে টেনে নেয়, ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় । তাই কথায় বলে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু ।
১১.অপচয় থেকে বিরত থাকার জন্য আমরা কী করবো ?
উত্তরঃ আমরা কোন কিছু অপচয় করা থেকে বিরত থাকব । আমরা প্রয়োজনের বেশি কিছু করবো না বা নেবো না । বিনা প্রয়োজনে ঘরের বাতি জ্বালিয়ে রাখব না । পানির কল খুলে রাখব না। অকারণে গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখব না। টাকা পয়সা বেশি খরচ করব না ।
১২. আল্লাহ পরনিন্দা না করার জন্য কী বলেছেন?
উত্তরঃ পরনিন্দা করা অর্থ গিবত করা , পরচর্চা করা, দুর্নাম করা । পরনিন্দা করা হারাম । মহান আল্লাহ পরনিন্দা করতে নিষেধ করেছেন । আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমরা একে অপরের দোষ খুঁজে বেড়াবে না।"আল্লাহ তায়ালা পরনিন্দা করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। কোনো ভাই তার মৃত ভাইয়ের গোশত কখনো খেতে পারে না । এটা জঘন্যতম অপরাধ। এটা মহাপাপ ।
অতিরিক্ত প্রশ্নঃ
১৩. শিক্ষকদের সাথে তোমরা কেমন ব্যবহার করবে?
উত্তরঃ শিক্ষকদের সাথে সবসময় ভালো ব্যবহার করব । তাঁর সাথে দেখা হলে তাঁকে সালাম দেব। তাঁকে ভালোমন্দ জিজ্ঞাসা করব। তিনি শ্রেণিকক্ষে যা পড়ান, তা মন দিয়ে শুনবো । তাঁর সাথে সবসময় নম্রভাবে কথা বলব । তিনি শ্রেণিতে থাকা অবস্থায় যদি বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে তাঁর অনুমতি নিয়ে যাব ,।তিনি অসুস্থ হলে তাঁকে দেখতে যাব ।
বিঃদ্রঃ এছাড়া অনুশীলনীর ক দাগের বহুনির্বাচনি প্রশ্নগুলো পড়বে। এবং প্রতিটি লাইন রিডিং পড়বে । রিডিং থেকে ছোট প্রশ্নের উত্তর পড়বে ।

মালেকা একাডেমি
গোপালগঞ্জ
২য় সাময়িক পরীক্ষার জন্য
হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

- **নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাওঃ**

ক) ত্যাগ বলতে কি বোঝ?
উত্তরঃ ত্যাগ বলতে কোনো কিছু ছেড়ে দেওয়া বা বর্জন করা বোঝায়।
খ) উদার ব্যক্তির আচরণ কেমন হয় ?
উত্তরঃ উদার ব্যক্তির আচরণের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ থাকে না।
গ) ত্যাগ ও উদারতার মধ্যে কেমন সম্পর্ক বিদ্যমান?
উত্তরঃ ত্যাগ ও উদারতার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান।
ঘ) দধীচি মুনি কোথায় বাস করতেন ?
উত্তরঃ দধীচি মুনি নৈমিষারণ্যে বাস করতেন।
ঙ) কার সাধনায় বৃত্রাসুর শক্তিশালী হয় ?
উত্তরঃ দেবতা শিবের সাধনায় বৃত্রাসুর শক্তিশালী হয়।
চ) বৃত্রাসুর কী বর পেয়েছিলেন ?
উত্তরঃ বৃত্রাসুর যে বর পেয়েছিলেন তা হলোঃ দেবতা বা অসুরদের অঙ্গের আঘাতে তাঁর মৃত্যু হবে না।
ছ) শিবের কথা মত দেবতারা কোথায় গেলেন ?
উত্তরঃ শিবের কথামতো দেবতারা বিষ্ণুর কাছে গেলেন।
জ) ইন্দ্র কি দিয়ে বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন?
উত্তরঃ ইন্দ্র বজ্র দিয়ে বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন।
ঝ) আমরা কিভাবে ত্যাগ ও উদারতার পরিচয় দিতে পারি ?
উত্তরঃ আমরা মানুষ ও সমাজের মঙ্গলের জন্য নানাভাবে ত্যাগ ও উদারতার পরিচয় দিতে পারি।
ঞ) দধীচি মুনি কিভাবে অমর হয়ে আছেন ?
উত্তরঃ দধীচি মনি তাঁর ত্যাগ ও উদারতার দ্বারা মরেও আজ অমর হয়ে আছেন।
ট) পৃথিবীর সবাই কার আত্মীয় হয়ে যায় ?
উত্তরঃ পৃথিবীর সবাই উদার ব্যক্তির আত্মীয় হয়ে যায়।
ঠ) দধীচির আত্মত্যাগে কিসের পরিচয় পাওয়া যায় ?
উত্তরঃ দধীচি মুনির আত্মত্যাগে চরম ত্যাগ ও উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়।
ড) রাজা কর্মচারীকে কি বললেন ?
উত্তরঃ রাজা কর্মচারীকে বললেন, "পেঁপে বিক্রেতার সব পেঁপে কিনে রেখে রাজকোষ থেকে টাকা দিয়ে দিতে বললেন।"
ঢ) কুম্ভকার কিসের মূর্তি আনলেন ?
উত্তরঃ কুম্ভকার অলক্ষ্মীর মূর্তি এনেছিলেন।
ণ) প্রতিজ্ঞা শব্দের অর্থ কী?
উত্তরঃ প্রতিজ্ঞা কথাটির অর্থ "কথা দেওয়া"।
ত) লোকটি কী নিয়ে বাজারে এসেছিল ?
উত্তরঃ লোকটি পেঁপে নিয়ে বাজারে এসেছিলেন।
থ)ধর্মদেব মহারাজকে কী বললেন ?
উত্তরঃ ধর্মদেব মহারাজকে বললেন, "মহারাজ, সব দেবতা চলে গেলে আমি থাকি কী করে?"।
দ) রাজার কথায় কে সন্তুষ্ট হলেন ?
উত্তরঃ রাজার কথায় ধর্মদেব সন্তুষ্ট হলেন।
ধ)দেবতারা রাজার বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন কেন ?
রাজা অলক্ষ্মীর মূর্তি কিনে আনায় দেবতারা রাজার বাড়ি থেকে চলে গেলেন।
ন) রাজার প্রতিজ্ঞা রক্ষা গল্পের নৈতিক শিক্ষা কী ?
উত্তরঃ রাজার প্রতিজ্ঞা রক্ষা গল্পের নৈতিক শিক্ষা হলো- প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা ধর্মের অঙ্গ। নিজের ক্ষতি হলেও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে হবে।

প) "গুরু" শব্দের সাধারণ অর্থ কী ?
উত্তরঃ 'গুরু' শব্দের সাধারন অর্থ যিনি সম্মানে ও বয়সে বড়।
ফ) আচার্য ধৌম্যের কয়জন শিষ্য ছিল ?
উত্তরঃ আচার্য ধৌম্যের তিনজন শিষ্য ছিল।
ব) শিক্ষক আমাদের কী দেন ?
উত্তরঃ শিক্ষক আমাদের জ্ঞানের আলো দান করেন।
ভ) পঞ্চগুরু আমাদের জন্য কী করেন ?
উত্তরঃ পঞ্চগুরু আমাদের শুভকামনা করেন।
ম) ধৌম্য কে ছিলেন ?
উত্তরঃ ধৌম্য আচার্য বা শিক্ষক ছিলেন।
য) গুরুর আদেশে আরুণি কোথায় গেলেন ?
উত্তরঃ গুরুর আদেশে আরুণি জমির আল বাঁধতে গেলেন।
র) ধৌম্য আরুণিকে কি নাম দিয়েছিলেন ?
উত্তরঃ ধৌম্য, আরুণিকে 'উদ্দালক' নাম দিয়েছিলেন।
ল) গুরুর আশীর্বাদ পেয়ে আরুণি কোথায় গেলেন ?
উত্তরঃ গুরুর আশির্বাদ পেয়ে আরুণি পঞ্চালে ফিরে গেলেন।
শ) শাস্ত্রে পিতা-মাতাকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ?
উত্তরঃ শাস্ত্রে পিতা-মাতাকে স্বর্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

- নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

ক) ত্যাগ কাকে বলে ? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও ।
খ) উদারতা ধর্মের অঙ্গ - উদাহরনসহ এ কথাটি ব্যাখা কর।
গ) দেবতারা স্বর্গরাজ্য হারিয়েছিলেন কেন ? ব্যাখা কর।
ঘ) দেবতারা কীভাবে বৃত্রাসুরের কাছ থেকে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করেছিলেন ?
ঙ) দধীচি মুনি কীভাবে দেবতাদের সাহায্য করেছিলেন ?
চ) তুমি কীভাবে ত্যাগ স্বীকারের পরিচয় দিবে ?
ছ) সকলের প্রতি উদার ব্যক্তির আচরন কেমন হয় ?
জ) ত্যাগ মানে কী ? ত্যাগ কী ধরনের গুণ? আমরা কীভাবে ত্যাগের পরিচয় দিতে পারি চারটি বাক্যে লেখ।
ঝ) বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সহপাঠীর ক্ষেত্রে তুমি কিরূপ আচরন করবে?
ঞ) প্রতিজ্ঞা শব্দটির অর্থ কী? প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা কিসের অঙ্গ?
ট) রাজার কথায় কে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন?
ঠ) রাজার প্রতিজ্ঞা রক্ষা গল্প থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই ?
ড) লোকটি কাঁদছিল কেন? রাজা তার জন্য কী করছিলেন?
ঢ) লক্ষ্মীদেবীসহ অন্যান্য দেব-দেবী রাজার বাড়ি ফিরে এসেছিলেন কেন?
ণ)পঞ্চগুরু বলতে কাদের বোঝায়?
ত) শিক্ষক আমাদের কী করেন ?
থ) গুরুভক্তির প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
দ) গুরুর আদেশ পালনের জন্য আরুণি কি করেছিলেন?
ধ) উদ্দালক কে? তাঁর এ রূপ নামকরনের কারণ কী?
ন) আরুণি কে ছিল? আরুণির উপাখ্যানটি সংক্ষেপে লেখ।
প) আরুণির গুরুভক্তি গল্পটি থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই?

৩। শূন্যস্থান পূরণ করঃ
ক) ত্যাগ একটি <u>নৈতিক</u> গুণ।
খ) ত্যাগ <u>ধর্মের</u> অঙ্গ।
গ) উদারতা ও একটি নৈতিক <u>গুণ</u> ।
ঘ) <u>দধীচি</u> মুনি ত্যাগ ও উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন।
ঙ) আমরা নানাভাবে <u>ত্যাগ ও উদারতার</u> পরিচয় দিতে পারি ।

চ) ত্যাগ ও উদারতার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।
ছ) সেখানে মুনি ঋষিরা তপস্যা করতেন ।
জ) প্রতিজ্ঞা রক্ষা ধর্মের একটি অঙ্গ।
ঝ) ধার্মিক ব্যক্তি সর্বদা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন।
ঞ) কুম্ভকার একটি অলক্ষ্মীর মূর্তি নিয়ে এলেন।
ট) সকলের জীবনে গুরুর প্রয়োজন অনেক ।
ঠ) শাস্ত্রে পিতা- মাতার স্থান অনেক উঁচুতে ।
ড) জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী ।
ঢ) শিক্ষক আমাদের জ্ঞানের আলো দেন।
ণ) দীক্ষাদাতা ঈশ্বর লাভের পথ দেখান ।
ত) পঞ্চগুরু আমাদের শুভ কামনা করেন ।

বিঃদ্রঃ শূন্যস্থান, মিলকরনের জন্য প্রতিটা লাইন ভালোভাবে পড়বে।